(৮নং) মতবিরোধপূর্ণ বাস্তবজটিল বিষয়>>

আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরুদ শরীফ ও সালাম প্রসঙ্গ ।

সূচনাঃ আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরনের বিষয়টি মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আদেশ । দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরনের বিষয়টির মধ্যে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি শুধু **"সালাম প্রেরণ"** বিষয়টি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র আদেশ । সালাম প্রেরণ বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র আদেশ বলার কারণ এই যে, এক মুসলিম অন্য আর এক মুসলিমকে সালাম দেওয়ার আদেশতো আরো পূর্ব থেকেই দেওয়া হয়েছিল এবং তা কার্যকরভাবে প্রতিপালিত হচ্ছিল । এতদসত্বেও আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি **"تَسْلِيْمًا"** শব্দ যোগ করে তাকিদ সহকারে এবং শ্রদ্ধাভরে সালাম প্রেরনের জন্য পূনরায় আদেশ প্রদান করায় এই আদেশকে গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র আদেশ বলা হয়েছে । আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরনের বিষয়ে "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة" (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّة وَ الْجَمَاعَة (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) বদ্ধ সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুমগণের), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের পূর্ণ সমর্থনকারী ও অনুসারী "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّة وَ الْجَمَاعَة (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) বদ্ধ উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণের মধ্যে এবং "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই । কারণ, আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরনের বিষয়ে মহা পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশ রয়েছে বিধায় দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরনের বিষয়ে কোন মুসলিমের মধ্যে কোন বিরোধ নেই । আদেশখানা হচ্ছে এই----------

" إِنَّ اللهَ وَ مَلَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا " ـ سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ الْأَية (56)

অর্থঃ-" নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তাগণ নবীর প্রতি সালাত বা রহমত প্রেরণ করেন, হে মুমিনগণ ! তোমরা নবীর প্রতি সালাত বা দরুদ পড় (রহমতের জন্য "দুআ" কর) এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর" । সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬ ।

দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরণের অবস্থা ও পদ্ধতিঃ

দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরণের অবস্থা ও পদ্ধতি দুই প্রকার ।

(১) নামাজের ভিতর দরুদ শরীফ পড়া ও সালাম প্রেরণ করা ।

(২) নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ পড়া ও সালাম প্রেরণ করা ।

(১) নামাজের ভিতর দরুদ শরীফ পড়া ও সালাম প্রেরণ করাঃ নামাজের ভিতর দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরণ করার বিষয়টি নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের [1] অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় হওয়ায় নামাজের ভিতর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়া ফরজ বা ওয়াজিব এবং দরুদ শরীফ পড়া সুন্নাত । নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতি হচ্ছে- প্রথমে পাক-পবিত্র হতে হবে, **পবিত্রতা >>(عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم "مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُوَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ " ـ سُنَنُ التِّرْمِذِيْ (237)**

অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ(রাদিআর্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন- "নামাজের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা, নামাজের পবিত্রতা ঘোষণা হচ্ছে তাকবির আর নামাজ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া বা নামাজকে পৃথক করা হচ্ছে তাসলিম, সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৭), পাক-পবিত্র অবস্থায় বিনয়ের সাথে দাঁড়ানো**>>(قُوْمُوا لله قَانِتِيْن ـ سورة الْبقرة 238 -**

অর্থঃ- তোমরা বিনয়ের সাথে দাঁড়াও, সুরা আল- বাকারা, আয়াত নং-২৩৮।) কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে, কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানোঃ>> **عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُوْلُ كَانَ قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ قَالَ :اللهُ أَكْبَرُ " سنن ابن مَاجه ـ 803)**

অর্থঃ হযরত আবু হুমাইদ আসসাঈদী(রাদিআহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন নামাজে দাঁড়াতেন কিবলা মুখী হতেন এবং বলতেন " اللهُ أَكْبَرُ " সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৮০৩) যে কোন একটি নামাজের জন্য নিয়ত করে উভয় হাতের আঙ্গুল ছড়িয়ে>> **(عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَلِلصَّلاَةِ نَشَرَأَصَابِعَهُ ـ سنن الترمذِي_239**

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন নামাজের জন্য তাকবির দিতেন তখন তাঁর আঙ্গুলসমূহ ছড়িয়ে দিতেন, সুনানু তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২৩৯।) আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী করে >> **(عَنْ ابْنِ عُمَرَ ،قَالَ: : قَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم"إِذَا اِسْتَفْتَحَ أَحَدُكُمْ الصَّلاَةَ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ ،وَلْيَسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِهِمَا الْقِبْلَةَ ، فَإِنَّ اللهَ أَمَامَهُ "**

অর্থঃ- হযরত ইবনু ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : যে তোমাদের কেকেই নামাজ আরম্ভ করলে সে দুটি হাত উপরের দিকে তোলে সে তার হাতলি কেবলামুখি করবে),কাঁধ বরাবর হাত তোলতে হবে, কাঁধ বরাবর হাত তোলা>>(**عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : رَأَيْتُ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم إِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيْ مَنْكِبَيْهِ ـ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى سنن الترمذِي ـ (عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِيْثِ أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم كَانَ إِذَا كَبَّرَ يُحَاذِيْ بِهِمَا أُذُنَيْهِ سنن الترمذِي ـ390)**

---

[1] নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহঃ ১. পবিত্রতা ২. বিনয়ের সাথে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো ৩. তাকবীরু তাহরিমা বলার সময় উভয় হাত কাঁধ বা কান বরাবর তোলা ৪. ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরা ৫. সানা পাঠ করা ৬. কিরাআত পাঠ করা ৭. রুকু' করা ৮. সিজদা করা ৯. তাশাহুদের বৈঠক করা ১০. তাশাহুদের শেষ বৈঠকের ভিতরেই আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সালাম দেওয়া ও দরুদ পড়া এবং দুআ'-ইস্তিগফার করা ১১. তাশাহুদের শেষ বৈঠকে ডানে-বামে উভয় দিকে সালাম দিয়ে নামাজ থেকে পৃথক হওয়া।

অর্থঃহযরত সালিম(রাদিআহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে দেখেছি তিনি যখন নামাজ আরম্ভ করতেন কাঁধ বরাবর হাত তোলতেন+ হযরত মালিক বিন হুয়াইরিছ(রাদিআহু আনহু) বর্ণনা করে বলেন : নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন তাকবীর বলতেন তখন উভয় হাতকে কান বরাবর তোলতেন। সুনানু তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-৩৯০।),তাকবীর উচ্চারন করে নাভীর নীচে(**عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ +عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ**

অর্থঃ-হযরত আবু মিজলায থেকে বর্ণিত "নাভীর নীচে" (মাযহাবু হানাফী)+হযরত সাঈদ বিন জুবাইর থেকে বর্ণিত "নাভীর উপর ") বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জা ধরতে হবে, ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জা ধরা>>(**عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجَرٍ قَالَ : رَأَيْتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ ـ سنن ابن مَاجه ـ (810)+ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَ السَّاعِدِ ـ سنن النسائي(889)**

অর্থঃ-হযরত ওয়াইল বিন হুযর(রাদিআহু আনহু) বর্ণিত, তিনি বলেন: আমিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে নামাজ পড়তে দেখেছি, তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরতেন ।সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৮১০+ ডান হাত বাম হাতের হাতলিতে,কব্জা ও বাহুতে রাখতেন, সুনানু নাসাই,হাদিস শরীফ নং-৮৮৯ ।) দাঁড়িয়ে সানা পড়তে হবে, সানা>> (**عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَإِلَهَ غَيْرُكَ "ــ سُنَنُ التِّرْمِذِيْ (241)**

অর্থঃ-হযরত আয়িশা(রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যখন নামাজ শুরু করতেন তখন বলতেন,----------

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَإِلَهَ غَيْرُكَ") তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৪১), তারপর কিরাআত পাঠ করতে হবে, কিরাআত শেষে রুকু' করতে হবে, রুকু' হতে উঠে সোজা খাড়া অবস্থা থেকে সরাসরি জমিনে যেয়ে জমিনে কপাল রেখে একটি সিজদা করতে হবে, তাপর বসতে হবে, তরপর বসা অবস্থা হতে জমিনে যেয়ে জমিনে মাথা রেখে আর একটি সিজদা করতে হবে,

রুকু' ও সিজদার তাসবিহঃ **عَنْ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم قَالَ : " إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِى رُكُوْعِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ وَ ذٰلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِى سُجُوْدِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهُ وَ ذٰلِكَ أَدْنَاهُ ــ سُنَنُ التِّرْمِذِيْ (261)**

অর্থঃ-হযরত ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: যখন তোমাদের কেহ রুকু' করবে সে রুকু'তে বলবে>> سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ " "তিনবার, এতেই তার রুকু" পূর্ণ হয়ে যাবে, আর এটা হচ্ছে সর্ব নিম্ন আর যখন সিজদা দিবে সে সিজদাতে বলবে>>"سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى " তিনবার, এতেই তার সিজদা পূর্ণ হয়ে যাবে, আর এটা হচ্ছে সর্ব নিম্ন, তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬১), ।

তারপর সেজদা হতে সরাসরি পূনরায় দাঁড়িয়ে প্রথম রাকাআ'তের অনুরূপ আর এক রাকাআ'ত পড়তে হবে, দ্বিতীয় রাকাআ'তেই সিজদা থেকে তাশাহুদ পাঠ করার জন্য কেবলামুখী হয়ে বসতে হবে, এই অবস্থাকে তাশাহুদের বৈঠক বলে । তাশাহুদ পাঠ করা ব্যাতীত নামাজ হবেনা ।যেমন আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ----------

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَيَقُوْلُ :" تَعْلَمُوا ؛ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِتَشَهُّدٍ " (4574) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন তেমনিভাবে তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন আর বলতেন : জেনে রেখ ! তাশাহুদ ছাড়া নামাজ নেই । আল-মুজামুল আওসাত, তানারানী, হাদিস শরীফ নং-৪৫৭৪।

তাশাহুদের বৈঠকেই দরুদ ও সালামের জন্য সুনির্দিষ্ট বাক্যবলী পাঠের মাধ্যমে তাশাহুদ পাঠের ভিতরেই কেবলামুখী হয়ে বসা অবস্থায় খুশু-খুজুর সাথে শান্তমনে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সালাম প্রেরণ ও দরুদ পাঠ করতে হবে এবং এমনকি অন্যান্য সালেহীন বা সৎবান্দাদের প্রতিও সালাম দিতে হবে । এইটা হচ্ছে নামাজ সম্পাদনের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি । এই তাশাহুদের ভিতরে যেই দরুদ ও সালাম পাঠ করা হল তা নামাজের পদ্ধাতিগত কারণে পড়া হল, আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চরিত হওয়ার কারণে নহে । কারণ, তখনতো নামাজের ভিতর আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চরিত হয় নি। এইটা শুধু নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় হওয়ায় আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চরিত না হওয়া সত্বেও দরুদ ও সালাম পাঠ করতে হয়েছে । অতপর, তাশাহুদের শেষ বৈঠকে ডানে-বামে সালাম দিয়ে নামাজ থেকে পৃথক হতে হবে, নামাজে সালাম>>(**يُرَى عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ كَانَ رسولٌ الله صلي الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى بَيَاضُ خَدِّهِ ـ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ـ سنن ابن ماجه ـ (912**

অর্থঃ- হযরত আম্মার বিন ইয়াসির(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর ডানে-বামে " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ " বলে সালাম ফিরালে তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেত । সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৯১২)। অতএব, উপরে বর্ণিত নামাজ সম্পাদনের পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতি সম্পন্ন করার নাম হচ্ছে সালাত তথা নামাজ । ইসলামি শরীয়তী ওজর ব্যাতীত নামাজ সম্পাদনের এই সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির ব্যাতিক্রম করলে নামাজ হবেনা । নামাজের ভিতরে পড়ার জন্যে অনেকগুলো বা কতগুলো সুনির্দিষ্ট আরবী দরুদ ও সালাম(তাশাহুদ) রয়েছে । তন্মধ্যে উদাহরনস্বরুপ কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হল ।

(তাশাহুদ):- **عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: عَلَّمَنَا رسولِ الله صلي الله عليه وسلم إِذَا قَعَدْنَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ نَقُوْلَ " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّاوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ سُنَنُ التِّرْمِذِيْ (289)**

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা যখন দ্বিতীয় রাকআ'তে বসি তখন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদেরকে>> **" التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّاوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ"** <<বলতে শিক্ষা দিতেন । তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৮৯।

দরুদ শরীফঃ **عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو ،قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ ، حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَى رسولِ الله صلي الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَمَّا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ،فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِى صَلاَتِنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : فَصَمَتَ رسولِ الله صلي الله عليه وسلم، حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِذا**

أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" ـ مسند أحمد (17347)

(১)অর্থঃ-হযরত ওকবা বিন আমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন লোক রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উভয় হাত শুভ্র দেখা যাওয়ার সময়ে আমরা তাঁর নিকট থাকা অবস্থায় এসে বসেই বলল :ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনার উপর সালাম দেওয়া জেনেছি, তা হলে আমরা যখন নামাজে صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ পড়ি তখন কিভাবে আপনার উপর দরূদ পড়ব ? তিনি (হযরত ওকবা বিন আমর) বললেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা চুপ হয়ে গেলেন, শেষ পর্যন্ত আমরা ভাবলাম লোকটি তাঁকে প্রশ্নই করেনি , তারপর, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: যখণ তোমরা আমার উপর দরূদ পড়বে তখন তোমরা বলিও:

" اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" -- ।মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৭৩৪৭।

عَنْ كَعْبِ عُجْرَةَ قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَمَّا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ،فَكَيْف الصَّلاَةُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُولُوا " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" ـ البخاري (4797)+مسلم(406)+ سنن النسائ(1289)+سنن الترمذي(483)+سنن ابو داوُد ، عَنْ الحكم (979)

(২)অর্থঃ- হযরত কা'ব বিন উযরা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, বলা হল ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনার উপর সালাম দেওয়া জেনেছি, তা হলে আপনার উপর কিভাবে দরূদ পড়ব ? তিনি (রাসুলুল্লাহি)বললেন: তোমরা বল----------

" اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"

- اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"

বুখারী,হাদিস শরীফ নং-৪৭৯৭, মুসলিম, হাদিস শরীফ নং-৪০৬, সুনানু নাসাই, হাদিস শরীফ নং-১২৮৯,সুনানু তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-৪৮৩, সুনানু আবু দাউদ, হযরত হাকাম (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে, হাদিস শরীফ নং-৯৭৯ ।

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللهِ صلي الله عليه وسلم فَقَالَ : كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ : قُولُوا " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"

و بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"ـــ سنن النسائ(1291)+ سنن ابو داوُد ، عَنْ كَعْبِ عُجْرَةَ (978)

(৩) অর্থঃ- হযরত মুসা বিন তালহা তিনি তাঁর পিতা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একজন লোক আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী, আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পড়ব? তিনি (আল্লাহর নবী) বললেন: তোমরা বল-- "

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"

و بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"

সুনানু নাসাই, হাদিস শরীফ নং-১২৯১, সুনানু আবু দাউদ, হযরত কা'ব বিন উযরা (রাদিআল্লাহু

আনহু) থেকে, হাদিস শরীফ নং-৯৭৮ ।
এখানে আর একটি হাদিস শরীফের খন্ড অংশের মাধ্যমে দরুদ শরীফ খোলো হল ।
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: إِذْ صَلَّيْتُم عَلَى رسول الله صلي الله عليه وسلم فَأَحْسِنُوا الصَّلاَةَ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ لَعَلَّ ذٰلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ : قَالَ فَقَالُوا لَهُ فَعَلِّمْنَا : قُوْلُوا " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"سنن ابن ماجه(906)

(৪)অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন তোমরা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ পড়বে তখন তোমরা তাঁর উপর উত্তম করে দরুদ পড়বে । কেননা তোমরা জান না যে, তা তাঁর নিকট উপস্থাপন করা হয়ে থাকে ।তিনি বললেন, তারা বললেন, আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিন, তিনি বললেন: তোমরা বল- সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৯০৬ ।

(২) নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরণ করাঃ নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরণ করার বিষয়টির জন্য সুনির্ষ্টি পদ্ধতি নেই । কিন্তু । নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ ও সালাম প্রেরণ করার জন্য শুধুমাত্র তিনটি অবস্থা রয়েছে ।

(প্রথম অবস্থা): প্রথম অবস্থায় পড়ার জন্য দরুদ ও সালাম- **" صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم "**।

(দ্বিতীয় অবস্থা): দ্বিতীয় অবস্থায় পড়ার জন্য দরুদ ও সালাম- **" اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ اَلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ ।**

(তৃতীয় অবস্থা): তৃতীয় অবস্থায় পড়ার জন্য সালাম- **" السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ "** ।

উপরের তিনটি অবস্থার ব্যখ্যা পর্যায়ক্রমে নিম্নে দেওয়া হল ।

(প্রথম অবস্থা) আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চরিত হওয়ার সাথে সাথেই তাৎক্ষণিক সালাত বা দরুদ পড়তে হবে এবং তখন সালাত বা দরুদ পড়া ওয়াজিব । আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চরিত হওয়ার সাথে সাথেই তাৎক্ষণিক সালাত বা দরুদ না পড়লে উক্ত মুসলিম মানুষটির বিভিন্ন অশুভ পরিণতির উল্লেখসহ উক্ত মুসলিম মানুষটির দোযখী হওয়ার কথা হাদিস শরীফে বর্ণনা রয়েছে । যেমন আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم،فَقَالَ :" آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ " ، قَالَ : أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهَ السَّلَامُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ ، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ،فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ آمِيْنَ،فَقُلْتُ آمِيْنَ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَمَاتَ ، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ،فَأُدْخِلَ النَّارَ ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ آمِيْنَ،فَقُلْتُ آمِيْنَ، قَالَ : وَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ ،، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ،فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، قُلْ آمِيْنَ،فَقُلْتُ آمِيْنَ" (1990) في المعجم الكبير للطبرانيئ
অর্থঃ- হযরত জাবের (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা (মিম্বরে) আরোহন করে বললেন: আমিন! আমিন! আমিন! তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: জিবরাইল আলাইহিসসালাম) আমার নিকট এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ, যে ব্যাক্তি পিতা-মাতাকে পেয়েও মরে দোযখে প্রবেশ করল আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, আপনি বলুন আমিন!

আমি বললাম আমিন! তিনি (জিবরাইল পূনরায়) বললেন: হে মুহাম্মাদ, যে ব্যাক্তি রমজান মাস পেয়েও পাপ মোচনকৃত না হয়ে মৃত্যু বরন করে দোযখ বাসী হল আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, আপনি বলুন আমিন! আমি বললাম আমিন! তিনি (জিবরাইল পূনরায়) বললেন: এবং যার নিকট আপনার নাম উচ্চারিত হওয়ার পর আপনার প্রতি দরূদ না পড়ে মৃত্যু বরণ করে দোযখে প্রবেশ করল আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, আপনি বলুন আমিন! আমি বললাম আমিন! আল-মুজামুল কাবির, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-১৯৯০ ।

عَن أبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، قَالَ :" آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ " فَقِيْلَ لَهُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا ؟ فَقَالَ : " قَالَ لِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهَ السَّلاَمُ : رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ ـ أَوْ بَعْدُ ـ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَقُلْتُ آمِيْنَ، ثُمَّ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ ـ أَوْ بَعْدُ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَو أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخَلْهُ الْجَنَّةَ ، فَقُلْتُ آمِيْنَ، ثُمَّ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ ـ أَوْ بَعْدُ ذُكِرْتَ عِندَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ آمِيْنَ" (8994) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: আমিন! আমিন! আমিন! তাঁকে (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে) বলা হল, ইয়া রাসুলুল্লাহি, এটা আপনি কি করতে ছিলেন? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: জিবরাইল আলাইহিসসালাম আমাকে বললেন: এমন বান্দা লাঞ্ছিত বা ধ্বংস হউক যার নিকট রমজান মাস আসার পরও তাকে ক্ষমা করা হয় নি, আমি বললাম আমিন! তারপর তিনি (জিবরাইল আলাইহিসসালাম) বললেন: এমন বান্দা লাঞ্ছিত বা ধ্বংস হউক যে ব্যাক্তি পিতা-মাতাকে অথবা উভয়ের একজনকে পেয়েও দোযখে প্রবেশ করল সে লাঞ্ছিত বা ধ্বংস হউক, আমি বললাম আমিন! তারপর তিনি (জিবরাইল আলাইহিসসালাম) বললেন: যার নিকট আপনার নাম উচ্চারিত হওয়ার পর আপনার প্রতি দরূদ পড়েনি সে লাঞ্ছিত বা ধ্বংস হউক, আমি বললাম আমিন! আল- মুজামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৮৯৯৪।

عَن أبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، " رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتَ عِندَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ،, رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ إِنْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ،وَ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِندَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخَلْاَهُ الْجَنَّةَ " (3545) في سنن الترمذي

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: এমন লোক লাঞ্ছিত বা ধ্বংস হউক যার নিকট আপনার নাম উচ্চারিত হওয়ার পর আপনার প্রতি দরূদ পড়েনি, এমন লোক লাঞ্ছিত বা ধ্বংস হউক, যার নিকট রমজান মাস আসল তারপর তাকে ক্ষমা করার পূর্বেই চলে গেল, এমন লোক লাঞ্ছিত বা ধ্বংস হউক যে ব্যাক্তি পিতা-মাতাকে পেল, তারা তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করায় নি ।সুনানুত কিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-৩৫৪৫।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :" مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوْا اللهَ فِيْهِ ، وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً " مسند أحمد، (9978)+ إِلاَّ كَانَ تِرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ_ مسند أحمد، (10387)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেনঃ "কোন সম্প্রদায় এম কোন মজলিসে বসে যেখানে তারা আল্লাহর যিকর করে নাই এবং তাদের নবীর উপ র দরূদ পড়ে নাই সেই মজলিস তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আফসোসের কারণ হবে । মুসনাদু আহমদ,হাদিস শরীফ নং-৯৯৭৮+ সামান্য কিছু শব্দের পার্থক্যসহ ।মুসনাদু আহমদ,হাদিস শরীফ নং-১০৩৮৭ ।

" الْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عَنْدَهُ فَلَمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:
(3546) الترمذي يُصَلِّ عَلَيَّ ""(2817) في المعجم الكبير للطبرانيئ+ سنن
অর্থঃ-হযরত আলি বিন আবি তালিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: “কৃপন হল সেই ব্যাক্তি যার নিকট আমার নাম উষ্চারিত হওয়ার পরও সে আমার প্রতি দরুদ পড়েনি ”। আল-মুজামুল কাবির, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-২৮১৭।

عَنِ الحَسَنِ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" كَفَى بِهِ شُحًّا ، أَنْ أُذْكَرَ عِنْدَهُ ثُمَّ لاَ يُصَلِّى عَلَيَّ "(مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ –8793)
অর্থঃ-হযরত হাসান(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন:যার নিকট আমার নাম উষ্চারিত হলে পর আমার উপর সে দরুদ পড়েনা, এটা(দরুদ শরীফ না পড়াটা)তার বেলায় কৃপন হওয়ার জন্য যথেষ্ট । মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৮৭৯৩।

عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ أُذْكَرَ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلاَ يُصَلِّى عَلَيَّ – +(مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ –3121)
অর্থঃ-হযরত হাসান(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: (যে) লোকটির নিকট আমার নাম উষ্চারিত হলে পর আমার উপর সে দরুদ পড়েনা, এটা(দরুদ শরীফ না পড়াটা) (আমার প্রতি)তার দুর্ব্যবহার বা অবিচার । মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-৩১২১ ।

الْجَفَاءِ তথা দুর্ব্যবহার বা অবিচারের শাস্তিঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ و الْإِيْمَانِ فِى الْجدَنَّةِ و الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَ الْجَفَاءِ فِى النَّارِ –سنن الترمذي – (2009)
অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত,ঈমান জান্নাতে আর লজ্জাহীনতা তথা অশ্লীলতা দুর্ব্যবহার বা অবিচারের অন্তর্ভুক্ত, দুর্ব্যবহার বা অবিচার দোযখে ।সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২০০৯ ।

"مَنْ ذُكِرْتُ عَنْدَهُ فَخَطِىءَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ ، خَطِىءَ طَرِيْقَ الْجَنَّةَ "(2818) في المعجم الكبير للطبرانيئ للطبرانيئ
অর্থঃ- যার নিকট আমার নাম উষ্চারিত হওয়ার পর সে আমার প্রতি দরুদ পড়তে ভুলে গেল সে জান্নাতের পথ ভুলে গেল । আল-মুজামুল কাবির, তানারানী, হাদিস শরীফ নং-২৮১৮।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : "حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي في المعجم الكبير للطبرانيئ " (2663)
অর্থঃ- হযরত আলী ইবনু আবি তালিব(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন:“তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদ পড়বে, নিশ্চয়ই তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে । আল-মুজামুল কাবির, তানারানী, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৩।

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:"إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَ فِيْهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ، يَعْنِيْ بَلِيْتَ ،فَقَالَ :" إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ " – (مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ –8789)

অর্থঃ- হযরত হাসান(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: নিশ্চয় তোমাদের শ্রেষ্ঠ দিন হচ্ছে জুমআর দিন ।যেই দিনে আদমকে(আলাইহিস সাল্লামাকে)সৃষ্টি করা হয়েছে, সে দিনেই (ইস্রাফিলের সিংগার)ফুৎকার এবং সে দিনেই সংজ্ঞাহীন অবস্থা বা বিকটাবস্থা ঘটবে, অতএব, তোমরা সেই দিনে আমার উপর দরূদ বেশী করে পড়, নিশ্চয় তোমাদের দরূদ আমার নিকট উপস্থাপন করা হয় ।তখন একজন লোক বলল : ইয়া রাসুলাল্লাহি, " কেমন করে আমাদের দরূদ আপনার নিকট উপস্থাপন করা হবে,আপনিতো পচে-গলে যাবেন? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: "নিশ্চয় আল্লাহ জমিনের উপর নবীদের শরীর খেয়ে ফেলতে হারাম করে দিয়েছেন" ।মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৮৭৮৯ ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم قَالَ :"مَامِنْ مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ إِلَيَّ رُوْحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ " (9329) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেনঃ কোন মুসলিম আমাকে সালাম দিলে আল্লাহ আমার রুহ আমার নিকট ফিরিয়ে দেন, আমি তখন তার সালামের উত্তর দিয়ে দেই । আল-মুজামুল আওসাত, তানারানী, হাদিস শরীফ নং-৯৩২৯।

عَنْ عَبْدِ اللهِ ،قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم : إِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ يُبَلِّغُوْنِي مِنْ أُمَّتِيْ السَّلاَمَ – مسند أحمد - (4294) + مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ –8798+ (مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ –3116)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহর জমিনে এমন ফেরেস্তা রয়েছেন যারা আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেয় । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৮২৯৪+ মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৮৭৯৮+মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-৩১১৬

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَةً عَلَيَّ زَكَاةٌ لَكُمْ –(مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ –8796)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেনঃতোমরা আমার উপটর দরূদ পড় , নিশ্চয় আমার উপর দরূদ পড়া তোমাদের জন্য পবিত্রতা । মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৮৭৯৬।

عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَّاشِي : أَنَّ مَلَكًا مُوَكَّلٌ بِمَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم ، أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم أَنَّ فُلاَنًا مِنْ أُمَّتِكَ صَلَّى عَلَيْكَ –(مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ –8791)

অর্থঃ-হযরত ইয়াযিদররাক্কাশি(রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার

উপর দরূদ পড়ে নিশ্চয় তার জন্য একজন ফেরেস্তা নিয়োজিত আছে যে তার পক্ষ হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এই কথা বলে যে, আপনার উম্মতের উমুক আপনার উপর দরূদ পড়েছে ।মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৮৭৯১।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" لاَ تَجْعَلُونِيْ كَقَدَحِ الرَّاكِبِ، فَإِنَّ الرَّاكِبَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ عَلَّقَ مَعَالِقَهُ ، وَمَلأَ قَدَحًا ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَتَوَضَّأَ تَوَضَّأَ، وَأَنْ يَشْرَبَ شَرِبَ ، وَإِلاَّ أَهْرَقَ فَاجْعَلُونِي فِى وَسْطِ الدُّعَاءِ، وَفِى أَوَّلِهِ، وَ فِي آخِرِهِ –(مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ –3117) وَ فِى الْمجمع " فَاذْكُرُوْنِيْ فِى أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَ فِى وَسْطِهِ وَ فِى آخِرِ الدُّعَاءِ "

অর্থঃ-হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: তোমরা আমাকে আরোহীর পেয়ালা বা পাত্রের মত করোনা, যখন আরোহী পথ চলতে ইচ্ছা করে তখন সে তার হুক বা আংটাগুলো ঝুলিয়ে রাখে এবং পেয়ালা বা পাত্র (পানিতে) পূর্ণ করে নেয় ।য খন তার ওজু করার বা (পানি) পান করার প্রয়োজন হয় তখন সে ওজু করে বা পানি পান করে । আর তা না হলে সে উহা ঢেলে (ফেলে) দেয় ।অতএব, (তোমরা কিন্তু আমার বেলায় তা করো না বরং)তোমরা আমাকে দুআ'র মাঝে, প্রথমে এবং শেষেও রাখবে, মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-৩১১৭ ।

মাজমা গ্রন্থে এর অর্থ এভাবে করেছেন যে, "তোমরা আমাকে দুআ'র প্রথমে, মাঝেও শেষেও স্বরণ করবে"।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, দুআ' করার প্রথমে, মাঝে ও শেষে দরূদ শরীফ পড়তে হবে । হাদিস শরীফে বর্নিত উদাহরণের মাধ্যমে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতকে এই কথাই বুঝাইয়াছেন যে, তোমরা দুআ'র প্রথমে দরূদ পড়লে, মাঝে দরূদ পড়লেনা অথবা শেষে পড়লেনা , এরূপ করবেনা বরং দুআ'র মধ্যে প্রথমে,মাঝে, শেষে এমনকি দুআ' কবুলের জন্য দুআ'র করার মধ্যে কয়েকবার অথবা কতক্ষণ পর পর বার বার দরূদ পড়বে । এই কথাটিই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতকে উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাইয়াছেন ।

عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ زَيْدٍ التَّيْمِي قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" أَتَانِيْ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: لاَ يُصَلِّى عَلَيْكَ عَبْدٌ صَلاَةً إِلاَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشَرًا قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رسولَ الله ! أَلاَ أَجْعَلُ نِصْفَ دُعَائِي لَكَ ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ قَالَ : أَلاَ أَجْعَلُ كُلَّ دُعَائِي لَكَ ؟ قَالَ: إِذًا يَكْفِيْكَ اللهُ هَمَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ –(مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ – 3114) –

অর্থঃ-হযরত ইয়া'কুব বিন যায়িদআত-তাইমি থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: আমার প্রভূ থেকে আমার নিকট একজন আগমনকারী এসে বলল: "কোন বান্দা আপনার প্রতি একবার দরূদ পড়লে আল্লাহ তার উপর দশবার দরূদ পড়ে"। তিনি(ইয়া'কুব বিন যায়িদআত-তাইমি)বলেন: একজন লোক বলর : ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমি আমার দুআ'র অর্ধাংশ আপনার জন্য রাখব কি? তিন (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: তোমার ইচ্ছা, লোকটি বলল, আমি আমার পূর্ণ দুআ' আপনার জন্য রাখব কি? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাবললেন: তা হলে দুনিয়া-আখিরাতের চিন্তার বেলায় আল্লাই তোমার জন্য যথেষ্ট, মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-৩১১৪ ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُوْلُ : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً لَمْ تَزَلِ الْمَلَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا صَلَّى(مَا دَامَ يُصَلِّى ـ مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ) عَلَيَّ، فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ لِيُكْثِرْ ـ(مسند أحمد ـ 15920+ مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ ـ8788)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন রাবিয়া তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন:আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে খুতবা দিতে গিয়ে বলতে শুনেছি, "যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে ফেরেস্তারা তার উপর ততক্ষণ দরূদ পড়তে থাকে যতক্ষণ সে আমার উপর দরূদ পড়তে থাকে । অতএব, বান্দা উহা থেকে কম বা বেশী করুক । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫৯২০+ ।মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৮৭৮৮।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ،فَأَكْثِرُوا أَوْ أَقِلُّوا ـ(مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ـ3115

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন রাবিয়া তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: "যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর দরূদ পড়ে, অতএব, তোমরা বেশী করে অথবা কম করে হলেও আমার উপর দরূদ পড়, মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-৩১১৫ ।

উপরে বিভিন্ন হাদিস শরীফের মাধ্যমে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতকে তাঁর প্রতি দরূদ পড়ার উপকারিতা বর্ণনা করে তাঁর উম্মতের ইচ্ছার উপর তাঁর প্রতি দরূদ পড়ার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, এখন সে বুঝে-শুনে আমার প্রতি কম দরূদ পড়বে আর না হয় বেশী বেশী দরূদ পড়বে । মহান আল্লাহই তাওফিক দাতা । এখন আমি কোন দরূদ শরীফ সংক্ষিপ্ত, অতিদ্রুত এবং সহজে পড়া যায় তা বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চরিত হওয়ার সাথে সাথেই তাৎক্ষণিকভাবে সালাত বা দরূদ পড়ার জন্য খুব সহজ ও সংক্ষিপ্ত দরূদ ও সালাম হচ্ছে **" صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم "- ।**

এই জন্যেই**" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈন হাদিস শরীফ সংকলকগণ ও মুহাদ্দিসিনকেরামগণ এবং এমনকি **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** (খাইরুল কুরুনিছ ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর পর "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ওপরবর্তী শতাব্দীসমূহের) পূর্বে মধ্যবর্তী অন্তরর্তীকালীন সময়কার মুহাদ্দিসিনকেরামগণও হাদিস শরীফ লিখার ও পড়ার সময়ে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম আসলেই এই সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালামখানা (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم)লিখতেন ও পড়তেন । পৃথীবিতে সকল হাদিস শরীফের গ্রন্থে বর্ণিত প্রত্যেকটি হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নামের সাথে এই সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালামখানা **(**صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم) লিখিত ও লিপিবদ্ধ আছে । বারবার দরূদ ও সালাম লিপিবদ্ধ করলে কিতাবের পৃষ্ঠাসংখ্যা বেড়ে যাবে তাঁরা তাও পরওয়া করেন নি । অধিকাংশ ছোটখাট হাদিস শরীফে দু-এক লাইনের পরে এবং কোথাও কোথাও এক লাইনেই একাধিকবার আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম আসে । কিন্তু হাদিস শরীফ সংকলকগণ ও মুহাদ্দিসিনকেরামগণ কোথাও এই সংক্ষিপ্ত দরূদ

শরীফ ও সালাম বাদ দেন নি । হাদিস শরীফের অস্তিত্ব যদি এক লক্ষ থাকে তা হলে দরূদ শরীফ ও সালামের সংখ্যা হবে আনুমানিক কমপক্ষে দশলক্ষ, আর হাদিস শরীফের অস্তিত্ব যদি দশ লক্ষ থাকে তা হলে দরূদ শরীফ ও সালামের সংখ্যা হবে কমপক্ষে এক কোটি । যদি প্রতিটি হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নামের সাথে নামাজের ভিতরকার পঠিত দীর্ঘ দরূদ শরীফ ও সালামখানা যদি লিখার শর্ত বেঁধে দেওয়া থাকত তা হলে কি তাঁরা এই দূরহ ও দুস্কর কাজটি করতে পাতেন ? চিন্তা করে দেখুন!

তবে হা! যে কেহ বরকতস্বরূপ নামাজের ভিতরকার দীর্ঘ দরূদ ও সালাম মাঝে-মধ্যে পড়তে পারেন।এতে কোন দোষ নেই ।সার্বক্ষণিক নামাজের ভিতরকার দীর্ঘ দরূদ ও সালাম দীর্ঘক্ষণ পড়লে আপনাকে ক্লান্তি পেয়ে বসবে ।

কাজেই, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমগণকে এই জন্যেই " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের বাস্তবায়িত আমল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র এই সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালামখানা **("صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم ")** পড়তে হবে । কারণ, কোন ওয়াজ-মাহফিলে, ইসলামি সভাতে এবং যিকরের মজলিসসহ অন্যান্য ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র নামাজের ভিতরকার পঠিত দীর্ঘ-পূর্ণ দরূদ শরীফখানা এবং দীর্ঘ-পূর্ণ তাশাহুদসম্বলিত সালামখানা পড়তে গেলে একবার দরূদ শরীফ ও সালামখানা শেষ না হতেই আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম কয়েকবার বা একাধিক বার এসে যাবে বা উচ্চারিত হবে। তখনতো আর আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র আপনি বার বার দরূদ শরীফ ও সালামখানা পড়তে পারলেন না । তখনকি আপনি উপরে উল্লেখিত হাদিস শরীফে বর্ণিত শাস্তিবানীর ফলাফল থেকে বাঁচাতে পারবেন বা রেহাই পাবেন ? চিন্তা করুন!

এমতাবস্থায় "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি)তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত হয়তবা সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিমদের কেহ অথবা নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণের মধ্যে আলিম হিসেবে পরিচিত কোন মুসলিম মানুষ আপনাকে বলতে পারেন আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম একই মজলিসে বার বার উচ্চারিত হলে একবার দরূদ শরীফ ও সালাম পড়লেই চলবে । এইরূপ মত প্রকাশ করা হচ্ছে أَرْذَلُ "الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের বা উলামাগণের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যাক্তির বা কোন আলিমের ব্যাক্তিগত নিজস্ব মত । এইরূপ মততো হাদিস শরীফের মত নয় । হাদিস শরীফের বিরোধী এইরূপ ব্যাক্তিগত নিজস্ব মতের কারণে উক্ত ব্যাক্তি বা আলিম যেভাবে নিজে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যকে তেমন সওয়াব থেকে বঞ্চিত করছে, উক্ত ব্যাক্তি বা আলিম যেভাবে নিজে পথভ্রষ্ট হচ্ছে অন্যকে তেমন পথভ্রষ্ট করছে, উক্ত ব্যাক্তি বা আলিম যেভাবে নিজে দোযখী হচ্ছে অন্যকে তেমন দোযখী করছে । হাদিস শরীফের মত হচ্ছে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম যেখানে যখনই উচ্চারিত হবে তখনই দরূদ শরীফ ও সালাম পড়তে

হবে বা পাঠ করতে হবে । তাই, হাদিস শরীফের মতানূসারে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম যেখানে যখনই উচ্চারিত হবে তখনই দরূদ শরীফ ও সালাম পড়বেন বা পড়তে হবে বা পাঠ করবেন বা পাঠ করতে হবে । "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট কোন সাধারণ মুসলিম অথবা কোন নিকৃষ্ট মুসলিম উলামার কথায় দরূদ শরীফ ও সালাম পড়া বা পাঠ করা বন্ধ করবেন না । তা হলে কিন্তু আপনি দোযখী হয়ে যাবেন । ভুল শিক্ষা দিয়ে কেহ দোযখে গেলেও আপনি কিন্তু তার সাথে দোযখী হবেন না । আপনি এইরূপ ভুল শিক্ষা নিবেন না বা ভুল শিক্ষা গ্রহন করবেন না । আল্লাহ পাক আপনার প্রতি সদয় হউন । আমিন ! আল্লাহুম্মা আমিন ।

আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র বার বার দরূদ শরীফ ও সালামখানা পড়তে হবে বিষয়টি **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণ তাঁরা হাদিস শরীফ সংকলন কর্মে এই সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালামখানা (**"صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم"**)লিখার ও লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে তা প্রমাণ করে গেছেন । আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র এই ছোট ও সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফখানা যে পড়তে হবে তা হাদিস শরীফেই বলা আছে ।যেমন আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِيْ، حَدَّثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو سَعِيْدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ : " الْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَثِيْرًا ـ مسند أحمد (1760)

অর্থঃ----------হযরত আলি বিন হুসাইন তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: "কৃপন হল সেই ব্যাক্তি যার নিকট আমার নাম উচ্চারিত হল, তারপরও সে আমার প্রতি দরূদ পড়েনি", আবু সাঈদ বলেন: তারপরও সে আমার প্রতি **"صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم "** দরূদ শরীফখানা বেশী পড়েনি । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৭৬০।

এইরূপ সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালামখানা (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم) মহান আল্লাহর যিকরের অন্তর্ভক্ত। এই জন্যে সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালামখানা (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم) যিকরের অন্তর্ভক্ত হওয়ায় দাঁড়িয়ে, বসে এমনকি সর্বাবস্থায় এইরূপ সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালামখানা ("صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم") পড়া যাবে । যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ -- **"فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلَى جُنُوْبِكُمْ" ـــ سورة النساء ، الْأية (103)**

অর্থঃ" অতএব, তোমরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িতাবস্থায় আল্লাহর জিকর কর" । সুরা নিসা, আয়াত নং১০৩ ।

বখীল বা কৃপনের শাস্তিঃ **عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ: "السَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللهِ، قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيْبٌ مِنَ النَّاس ، بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ ،وَ الْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللهِ ، بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ وَ لَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ - سنن الترمذي**

(1961)-

অর্থ:-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: উদার ব্যাক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী,জান্নাতের নিকটবর্তী,মানুষের নিকটবর্তী এবং দোযখ থেকে দূরবর্তী । বখীল বা কৃপন আল্লাহ থেকে দূরে,জান্নাত থেকে দূরে,মানুষ থেকেও দূরে এবং দোযখের নিকটবর্তী । আর মূর্খ উদার ব্যক্তি কৃপন আবিদের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ।সুনানুত তিরমিজি,হাদিস শরীফ নং-১৯৬১ ।

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ مَنَّانٌ ـ سنن الترمذي (1963)

অর্থ:-হযরত আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ প্রতারক,খোটাদানকারী এবং কৃপন জান্নাতে প্রবেশ করবে না ।সুনানুত তিরমিজি,হাদিস শরীফ নং-১৯৬৩ ।

অতএব, যে মুসলিম মানুষটি আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বেশী বেশী দরূদ পড়বে সে হচ্ছে উদার ব্যাক্তি আর যে মুসলিম মানুষটি আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চারিত হওয়ার পর তাৎক্ষণিক বেশী বেশী দরূদ পড়বে না সে হচ্ছে কৃপন ব্যাক্তি । "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের অথবা সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণের মধ্যে যারা নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নামাজের ভিতরকার পঠিত দীর্ঘ দরূদ শরীফ ব্যাতীত অন্য কোন দরূদ পড়া যাবে না এরূপ শর্তারোপ করে মুসলিম মানুষকে এবং নিজেদেরকে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি অধিক অধিক বা বেশী বশী দরূদ শরীফ পড়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, বেশী বশী দরূদ শরীফ পড়ার মাধ্যমে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নৈকট্য অর্জন থেকে বিরত রাখে এমন কৃপন ব্যাক্তিরা হচ্ছে মুনাফিক তথা কপট মুসলিম ।কারণ, আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম বার বার উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে তাৎক্ষণিক বার বার দরূদ পড়লে যেমন বখীলতা তথা কৃপনতা দূর হয় তেমনিভাবে বেশী বশী দরূদ শরীফ পড়ার(কমপক্ষে ১০০ শত বার দরূদ শরীফ পড়ার) মাধ্যমে একজন মুসলিম মানুষের মনের মুনাফিকি তথা কপটতা দূর হয় । "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ অথবা সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণ সাধারণ সহজ-সরল মুসলিম মানুষকে এরূপ মহান নেক কর্ম থেকে বিরত রাখে । যাহোক, দুটি নেক আমলের দ্বারা বা দুটি নেক কর্মের মাধ্যমে একজন মুসলিম মানুষের মনের মুনাফিকি তথা কপটতা দূর হয় ।

(১) আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বেশী বশী দরূদ শরীফ পড়ার(কমপক্ষে ১০০ শত বার দরূদ শরীফ পড়ার) মাধ্যমে>>

(২) চল্লিশ দিন বিরতিহীনভাবে তাকবিরুল উলাসহ জামাআ'তের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ সম্পাদন করলে>>

যেমন হাদিস শরীফে আছে-

(ক) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:قَالَ رسول ا الله صلي الله عليه وسلم : "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ

عَلَيْهَ عَشْرًا، وَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ مِأَةً، وَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِأَةً كَتَبَ اللهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، وَ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَأَسْكَنَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاء -(7235) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিক(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে ব্যাক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার প্রতি দশবার দরূদ পড়েন, যে ব্যাক্তি আমার প্রতি দশবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার প্রতি একশত বার দরূদ পড়েন, যে ব্যাক্তি আমার প্রতি একশত বার দরূদ পড়ে আল্লাহ তাকে মুনাফিকি তথা কপটতা থেকে নিস্কৃতি লিখেন ও দোযখ থেকে নিস্কৃতি দেন এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সথে স্থান বা বাসস্থান দিবেন । আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৭২৩৫।

(খ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:قَالَ رسول ا الله صلي الله عليه وسلم : "مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِى جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ - سنن الترمذي (241)

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিক(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে ব্যাক্তি জামাআ'তের সাথে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলা পায় তার জন্য দুটি নিস্কৃতি লিখিত আছে,দোযখ থেকে নিস্কৃতি ও মুনাফিকি থেকে নিস্কৃতি ।সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২৪১। ।

অতএব, যেই মুসলিম মানুষই কম কম দরূদ পড়বে তার মনের ভিতর মুনাফিকি তথা কপটতা আছে ও মুনাফিকি তথা কপটতা থেকে যাবে । আর এক নাগাড়ে জামাআ'তের সাথে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার সাথে নামাজ পড়লে মুনাফিকি থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে ঠিকই কিন্তু রোগ,অসুস্থতা,কাজের ব্যস্ততা ইত্যাদি নানাহ কারণে এক নাগাড়ে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ জামাআ'তের সাথে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার সাথে পড়া অসম্ভব হতে পারে । তা হলেতো তখন মুনাফিকি থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে না । তাই, প্রত্যেক মুসলিম মানুষকে মুনাফিকি থেকে নিস্কৃতি পেতে সহজ পদ্ধতি হিসেবে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বেশী বেশী দরূদ শরীফ তথা কমপক্ষে ১০০ শত বার দরূদ শরীফ পড়াই উত্তম । এতে বখীলতা তথা কৃপনতা দূরীভূত হওয়ার পাশাপাশি যেমন মুনাফিকি থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে তেমনিভাবে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নৈকট্যও অর্জন হবে ।

এখানে একটি সতর্কতা এই যে, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের অথবা সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণের মধ্যে যারা নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নামাজের ভিতরকার পঠিত দীর্ঘ দরূদ শরীফ ব্যাতীত অন্য কোন দরূদ পড়া যাবে না এরূপ শর্তারোপ করে তারা কম কম দরূদ শরীফ পড়ে এবং তাদের মনের ভিতর মুনাফিকি তথা কপটতা আছে ধরে নিতে হবে । কারণ, নামাজের ভিতরকার পঠিত দীর্ঘ দরূদ শরীফ ১০০ শত বার পড়তে কমপক্ষে ১ থেকে দেড় ঘন্টা সময় লাগবে । এতটুকু সময় দিয়ে দরূদ পড়তে পড়তে একজন মুসলিম মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন ।

(দ্বিতীয় অবস্থা) **" اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ أَلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ** এর মত ছোট ও সংক্ষিপ্ত দরূদ ও সালাম পাঠ করা । এইরূপ সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালাম পাঠ করাও মহান আল্লাহর যিকরের অন্তর্ভক্ত । তাই, এইরূপ সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালাম পাঠ করাও দাঁড়িয়ে,

বসে ও শুয়ে এমনকি সর্বাবস্থায় পড়া যাবে । উপরে বর্ণিত দুটি অবস্থায়ই উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালামখানা আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র বার বার পড়া অতি সহজ এবং ক্লান্তিমুক্ত ।

এখানে আর একটি সতর্কতা এই যে, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ অথবা কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণ দ্বিতীয় অবস্থায় নামাজের ভিতরকার দীর্ঘ দরূদ শরীফখানা পড়তে বলবেন যাতে করে মুসলিম মানুষগণ আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বেশী বেশী করে দরূদ শরীফ পড়তে না পারে । কারণ, এরা হচ্ছে মুনাফিক মুসলিম বা কপট মুসলিম । মুসলিম সমাজে এরা মুসলিম নাম ধারণ করে আছে। বাস্তবে এরা মুসলিম নহে । এদের অন্তরে মুনাফিকি আছে । আর তা না হলে তারা নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ দরূদ শরীফখানা পড়তে বলতনা । তা ছাড়া, এই দরূদ শরীফখানাও সালাম মিশ্রিত দরূদ শরীফ নহে । অথচ মহান আল্লাহ তাআ'লা দরূদ ও সালাম উভয়টিই পড়তে আদেশ করেছেন । যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন---- ----------

" إِنَّ اللهَ وَ مَلَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا " ـ سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ الْأَية (56)

অর্থঃ-" নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তাগণ নবীর প্রতি সালাত বা রহমত প্রেরণ করেন, হে মুমিনগণ ! তোমরা নবীর প্রতি সালাত বা দরূদ পড় (রহমতের জন্য "দুআ" কর) এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর" । সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬ । উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে মহান আল্লাহ তাআ'লা মুমিনবান্দাগণকে দরূদ ও সালাম উভয়টিকে একসাথে পড়তে আদেশ করেছেন । এখন এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ দরূদ শরীফখানাতে তো সালাম নেই । নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ দরূদ শরীফখানাতে সালাম না থাকায় নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ তাশাহুদে পৃথকভাবে সালামের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ।নামাজের ভিতরকার দীর্ঘ দরূদ শরীফ ও তাশাহুদসম্বলিত দীর্ঘ সালাম হচ্ছে নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে মাত্র দুটি বিষয়।নামাজের ভিতরকার দীর্ঘ দরূদ শরীফ ও তাশাহুদসম্বলিত দীর্ঘ সালাম নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের জন্যেই নির্দিষ্ট । নামাজের বাহিরে ওজিফা হিসেবে পড়ার জন্য নহে । কারণ, এইগুলো খুবই দীর্ঘ দরূদ ও সালাম । তবে, বরকতস্বরূপ মাঝে মধ্যে দুই একবার বা কয়েকবার পড়া যেতে পারে । নামাজের বাহিরে দীর্ঘ ওজিফা হিসেবে পড়ার জন্য যে কেহ নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নামাজের ভিতরকার দীর্ঘ দরূদ শরীফ ও তাশাহুদসম্বলিত দীর্ঘ সালাম পড়বে সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে । তাই, নামাজের বাহিরে ক্লান্তিমুক্ত সালাম মিশ্রিত সংক্ষিপ্ত দরূদ পড়তে হবে । সেই জন্যে নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ দরূদ শরীফখানাতে সালাম না থাকায় আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শেখানো দরূদ শরীফের নমুনা অনুসরণ করে صَلَاةٌ শব্দের صِيْغَةٌ (সিগাহ)তথা শব্দরূপের অনুরূপ سَلَامٌ শব্দের صِيْغَةٌ (সিগাহ)তথা শব্দরূপ গঠন করে অনুরূপভাবে গঠিত سَلَامٌ শব্দের صِيْغَةٌ (সিগাহ)তথা শব্দরূপটি صَلَاةٌ শব্দের صِيْغَةٌ (সিগাহ)তথা শব্দরূপের সাথে عَطْفٌ (আতফ) তথা সংযোগ করে প্রত্যেক মুসলিম মানুষকে যার যার মত করে সুন্দর সুন্দর সালাম মিশ্রিত দরূদ শরীফ প্রস্তুত করে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সেই সালাম মিশ্রিত সুন্দর সুন্দর দরূদ শরীফ বেশী বেশী করে পড়তে

হবে । যেমন আমরা উপরে সালাম মিশ্রিত দরূদ তৈরী করে দেখাইয়াছি। সালাম মিশ্রিত দরূদ শরীফখানা এই —(" اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ آلِهِ وَّ أَصْحَابِهِ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ ")।

সেই জন্যেই হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহ আনহু বলেনঃ-------------------

عَنْ عَبْدِ اللهِ نَسْعُوْدٍ قَالَ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَأَحْسِنُوا الصَّلاَةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمْ لاَ - تَدْرُونَ لَعَلَّ ذٰلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ ـ سنن إبنُ ماجه (906)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহ আনহু বলেন: যখন তোমরা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরূদ পড়বে তখন দরূদ সুন্দর করবে । কেননা নিশ্চয় তোমরা জান না যে, হয়ত তোমাদের দরূদ তাঁর(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার) নিকট উপস্থাপন করা হয় । সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-৯০৬ ।

তাই, উপরোক্ত হাদিস শরীফ মোতাবেক পর "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা “ সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর ” (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ওপরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত কতিপয় নিকৃষ্ট মুসলিম বা কতিপয় নিকৃষ্ট উলামাগণের মধ্যে যারা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন দল-উপদল বিভক্ত দল-উপদলগুলোর অনুসারীদের ব্যতীত শুধু একমাত্র **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলের অনূসারীরা আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শেখানো দরূদ শরীফের নমুনা অনূসরণ করে সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন দরূদ ও সালাম প্রস্তুত করে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সেই সালাম মিশ্রিত সুন্দর সুন্দর দরূদ শরীফ বেশী বেশী করে পড়ে থাকে ।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর ” (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ অথবা কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণ হয়ত বলতে পারেন ধর্মীয় বিষয়ে আমরা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহ আনহুর বক্তব্য বা বাণী মানব কেন ? এর উত্তর এই যে, হাদিস শরীফে আছে----------------------------

عَنْ حُذَيْفَةَ ،قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ أَدْرِي مَاقَدْرُ بَقَائِي فِيْكُمْ فَاقْتَدُوا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِي ، وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ :وَمَا حَدَّثَكُمْ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ فَصَدِّقُوْهُ ـ مسند أحمد (23901)

অর্থঃ-হযরত হুযায়ফা রাদিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট বসা ছিলাম, তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: আমি জানি না তোমাদের মাঝে আমার কত পরিমাণ বিদ্যমানতা বা অবস্থান আছে(কত দিন আমি তোমাদের মাঝে বেঁচে থাকব), অতএব, তোমরা আমার পরে যারা আছে তাদের ইকতিদা তথা অনুসরণ করবে এবং হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুমারন প্রতি ইশারা তথা ইঙ্গিত করে বললেন : ইবনু মাসউদ যা বলবে বা বর্ণনা করবে তাই সমর্থন করবে বা সত্য জানবে। মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-২৩৯০১।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

প্রথমতঃ(শিরোনাম)আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরূদ ও সালাম পড়ার জন্য উপরে বর্ণিত সুরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতে যেই নির্দেশনাটি এসেছে তা مُطْلَقٌ (মুতলাক)শর্তবিহীন নির্দেশ । সেইজন্যেই আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শেখানো নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত

দীর্ঘ দরূদ শরীফের নমুনার উপর ভিত্তি করে صَيْغَةُ الْأَمْرِ (সিগাতুল আমর) আদেশ বাচক শব্দরূপের দরূদের সাথে صَيْغَةُ الْأَمْرِ (সিগাতুল আমর) তথা আদেশ বাচক শব্দরূপের অনুরূপ সালাম যোগ করে অথবা صَيْغَةُ الْمَاضِيْ (সিগাতুল মাদি- প্রচলিত উচ্চারণ> সিগাতুল মাজি) অতীতকাল বাচক শব্দরূপের অনুরূপ সালাম যোগ করে আদেশের আকারে নহে বরং আবেদনের আকারে নামাজের বাহিরে দরূদ ও সালাম পড়তে হবে । তাই, এইরূপ দরূদ ও সালাম আল্লাহর জিকরের অন্তর্ভুক্ত বিধায় এইরূপ দরূদ ও সালাম দাঁড়িয়ে,বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় পড়া যাবে । আমাদেরকে এইটা মনে রাখতে হবে যে, صَلَاةٌ এবং سَلَامٌ শব্দ দুটি صَيْغَةُ الْأَمْرِ (সিগাতুল আমর) তথা আদেশ বাচক শব্দরূপের উপর গঠিত হলেও উচ্চজনদের বেলায় صَيْغَةُ الْأَمْرِ (সিগাতুল আমর) তথা আদেশ বাচক শব্দরূপটি عِلْمُ الْبَلَاغَةِ তথা অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় اَلْإِلْتِمَاسُ বা অনুরোধ অথবা اَلدُّعَاءُ বা আবেদন হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং নিম্নস্তর জনদের বেলায় বেলায় الْأَمْرِ বা আদেশ হিসেবে ব্যবহৃত হবে । সেই দৃষ্টিকোন থেকে صَلَاةٌ এবং سَلَامٌ শব্দ দুটি মহান আল্লাহ তাআ'লার বেলায় صَيْغَةُ الْأَمْرِ (সিগাতুল আমর) তথা আদেশ বাচক শব্দরূপটির مَفْهُوْمٌ বা মর্ম আদেশ বাচক না হয়ে আবেদনসূচক মর্ম ও অর্থ হবে । এইরূপ দরূদ ও সালাম দুই প্রকার ।

(১) صَيْغَةُ الْأَمْرِ (সিগাতুল আমর) আদেশ বাচক শব্দরূপের উপর ভিত্তি করে রচিত । যেমন---("اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ أٰلِهِ وَّ أَصْحَابِهِ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ")।

(২)صَيْغَةُ الْمَاضِيْ (সিগাতুল মাদি- প্রচলিত উচ্চারণ> সিগাতুল মাজি) অতীতকাল বাচক শব্দরূপের উপর ভিত্তি করে রচিত। যেমন-(" صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ")।

দ্বিতীয়তঃ (শিরোনাম) আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শেখানো নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত তাশাহুদসম্বলিত দীর্ঘ সালামের নমুনার উপর ভিত্তি করে অনুরূপ সালাম প্রস্তুত করে নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দিতে হবে । এইরূপ সালাম এক প্রকার। এইরূপ সালাম কয়েকটি শব্দের সমাহারে যেমন-مَصْدَرٌ ، مَادَّةٌ، حَرْفُ النِّدَاءِ ও حَرْفُ الْجَارِّ সমন্বিত مُبْتَدَأٌ ও خَبْرٌ মিলে একটি اَلْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ বা নাম বাচক বাক্য গঠিত হয়েছে অথবা দেখতে বাহ্যত اِسْمٌ ও مُتَعَلِّقَاتٌ মিলে শুধু مُبْتَدَأٌ হয়েছে ।আসলে তা নহে বরং مُبْتَدَأٌ টির সাথে অভ্যন্তরীণ فِعْلٌ সংযোগে(উহ্য فِعْلٌ যোগে) দুআ'র রূপ ধারণ করে مُبْتَدَأٌ ও خَبْرٌ ই হয়েছে । এইরূপ সালামের নমুনা হচ্ছে - "السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ", "السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ" ইত্যাদি শব্দ বা বাক্য যোগে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়া। এইরূপ সালাম আল্লাহ তাআলার জিকর এর অন্তর্ভুক্ত নয়। বিশেষ দ্রষ্টব্যের আওতাধীন প্রথমতঃ ও দ্বিতীয়তঃ শব্দদ্বয়ের শিরোনামে বর্ণিত দরূদ ও সালামসম্পর্কীয় বিস্তারিত আলোচনা অত্র গ্রন্থের প্রথম অবস্থা)> পৃষ্ঠা নং- ৪৩৮, (দ্বিতীয় অবস্থা)> পৃষ্ঠা নং- ৪৪৭, ও (তৃতীয় অবস্থা)> পৃষ্ঠা নং- ৪৫৬ এ করা হয়েছে । সম্মানিত পাঠকবর্গকে সেখানে দেখে নেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হল ।

তৃতীয়তঃ নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নামাজের ভিতরকার দরূদ ও সালাম যেহেতু পৃথকভাবে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তা দীর্ঘ সেহেতু এইরূপ দীর্ঘ দরূদ ও তাশাহুদসম্বলিত দীর্ঘ সালাম নামাজের বাহিরে ওজিফা হিসেবে পড়তে সময়সাপেক্ষ ব্যাপার । তাই, যেহেতু দরূদ ও সালাম পড়ার জন্য উপরে বর্ণিত সুরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতে যেই নির্দেশনাটি এসেছে তা مُطْلَقٌ (মুতলাক) শর্তবিহীন>উম্মুক্ত ও স্বাধীন<নির্দেশ, مُقَيَّدٌ (মুক্বাইয়াদ) তথা শর্তযুক্ত>সীমাবদ্ধ ও পরাধীন< নির্দেশ নহে সেহেতু যে কোন মুসলিম মানুষ নামাজের বাহিরে পৃথক পৃথক সংক্ষিপ্ত ও ছোট দরূদ

ও সালাম পড়তে পারেন । কেন না দরূদ ও সালাম পৃথকভাবে পড়ার বিষয়ে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পৃথক পৃথক বাণীও রয়েছে । যেমন- ----

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : "حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي في المعجم الكبير للطبرانيئ " (2663)

অর্থঃ- হযরত আলী ইবনু আবি তালিব(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন:"তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদ পড়বে, নিশ্চয়ই তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে । আল-মুজামুল কাবির, তানারানী, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৩।

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:"إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَ فِيْهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ، يَعْنِيْ بَلِيْتَ ،فَقَالَ :" إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ " ـ (مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ ـ8789)

অর্থঃ- হযরত হাসান(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: নিশ্চয় তোমাদের শ্রেষ্ঠ দিন হচ্ছে জুমআর দিন ।যেই দিনে আদমকে(আলাইহিস সাল্লামাকে)সৃষ্টি করা হয়েছে, সে দিনেই (ইস্রাফিলের সিংগার)ফুৎকার এবং সে দিনেই সংজ্ঞাহীন অবস্থা বা বিকটাবস্থা ঘটবে, অতএব, তোমরা সেই দিনে আমার উপর দরূদ বেশী করে পড়, নিশ্চয় তোমাদের দরূদ আমার নিকট উপস্থাপন করা হয় ।তখন একজন লোক বলল : ইয়া রাসুলাল্লাহি, " কেমন করে আমাদের দরূদ আপনার নিকট উপস্থাপন করা হবে,আপনিতো পচে-গলে যাবেন? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: "নিশ্চয় আল্লাহ জমিনের উপর নবীদের শরীর খেয়ে ফেলতে হারাম করে দিয়েছেন" ।মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৮৭৮৯ ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم قَالَ :"مَامِنْ مُسْلِمٍ يَسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ إِلَيَّ رُوْحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ " (9329) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেনঃ কোন মুসলিম আমাকে সালাম দিলে আল্লাহ আমার রুহ আমার নিকট ফিরিয়ে দেন, আমি তখন তার সালামের উত্তর দিয়ে দেই । আল-মুজামুল আওসাত, তানারানী, হাদিস শরীফ নং-৯৩২৯।

عَنْ عَبْدِ اللهِ ،قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم : إِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ يُبَلِّغُوْنِي مِنْ أُمَّتِيْ السَّلاَمَ ـ مسند أحمد - (4294) + مُصَنَّفُ أَبِي شَيْبَةَ ـ8798+ (مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (3116ـ

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহর জমিনে এমন ফেরেস্তা রয়েছেন যারা আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেয় । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৮২৯৪+ মুসান্নাফু আবি শাইবা, হাদিস শরীফ নং-৮৭৯৮+মুসান্নাফু আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-৩১১৬

দ্বিতীয় অবস্থায় দরূদ শরীফ দুই প্রকার ।

(ক) আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চারিত হলে পরই দরূদ পড়া>>

(খ) আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চারিত না হলেও সময় সুযোগে বেশী বেশী দরূদ পড়া । >>

(ক) আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চারিত হলে পরই দরূদ পড়াঃ

এইরূপ অবস্থায় দরূদ না পড়ার শাস্তি থেকে বাঁচা গেল এবং পাশাপাশি এইরূপ সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ ও সালাম পাঠ করার আরো একটি উত্তম দিকের ফলাফলও পাওয়া গেল । আর তা হচ্ছে এই যে, আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি একবার দরূদ ও সালাম পড়লে মহান আল্লাহ তাআ'লা উক্ত দরূদ ও সালাম পাঠকারীর উপর দশবার দরূদ ও সালাম পাঠ করেন । যেমন হাদিস শরীফে আছে – আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ

"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ و السُرُوْرُ فِى وَجْهِهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا لَنَرَى السُّرُوْرَ فِى وَجْهِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي مَلَكٌ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَمَا يُرْضِيْكَ أَنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُوْلُ : إِنَّهُ لاَ يُصَلِّى عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ ، إِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَ لاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ ، إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ؟ قَالَ : بَلَى "ـ مسند أحمد (16625)

অর্থঃ অব্দুল্লাহ বিন আবু তালহা((রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর মুখমন্ডলে আনন্দ-খুশি নিয়ে আসলে তাঁরা বললেন: ইয়া রাসুলুল্লাহি, আমরা আপনার মুখমন্ডলে আনন্দ-খুশি দেখছি। তিনি(রাসুলুল্লাহি)বললেন : নিশ্চয় একজন ফেরেস্তা আমার নিকট এসে বললেন : হে মুহাম্মাদ ! আপনি কি সন্তুষ্ট নন যে, আপনার প্রভূ আয্যা ওয়া জাল্লা বলছেন: নিশ্চয় আপনার উম্মতের যে কেহ আপনার প্রতি একবার দরূদ পড়বে আমি (আল্লাহ) তার প্রতি দশবার দরূদ পড়ি বা পড়ব আর আপনার উম্মতের যে কেহ আপনার প্রতি একবার সালাম দিবে আমি (আল্লাহ) তার প্রতি দশবার সালাম দিব ।মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৬৬২৫।

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِى وَجْهِهِ الْبِشْرُ ، قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، أَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِى وَجْهِكَ الْبِشْرُ قَالَ : أَجَلْ أَتَانِيْ آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ : مَنْ صَلَّى مِنْ أُمَّتِكَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا ـ مسند أحمد (16614) ।

অর্থঃ আবু তালহা আনসারী(রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর মুখমন্ডলে প্রফুল্লতা নিয়ে একদিন সকালে খুশিমনে আসলে তাঁরা বললেন : ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনি আপনার মুখমন্ডলে প্রফুল্লতা নিয়ে খুশি মনে সকালে আসলেন । তিনি(রাসুলুল্লাহি)বললেন : হা ! আমার প্রভূ আয্যা ওয়া জাল্লার পক্ষ হতে আগমন কারী এসে বললেন: আপনার উম্মতের যে কেহ (আপনার) প্রতি একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তার জন্য দশটি নেক লিখবেন, দশটি পাপ মোচন করবেন এবং দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৬৬২৫ ।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ:قَالَ رسول ا الله صلي الله عليه وسلم : "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ عَشْرًا، وَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ مِأَةً، وَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِأَة كَتَبَ اللهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، وَ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَأَسْكَنَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاء ـ(7235) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিক(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে ব্যাক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পড়ে আল্লাহ তার প্রতি দশবার দরুদ পড়েন, যে ব্যাক্তি আমার প্রতি দশবার দরুদ পড়ে আল্লাহ তার প্রতি একশত বার দরুদ পড়েন, যে ব্যাক্তি আমার প্রতি একশত বার দরুদ পড়ে আল্লাহ তাকে নিফাক তথা কপটতা থেকে নিস্কৃতি লিখেন, দোযখ থেকে নিস্কৃতি দেন এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে স্থান বা বাসস্থান দিবেন । আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৭২৩৫।

দরুদ শরীফের ফজিলত সম্পর্কে কয়েকখানা হাদিস শরীফ লিখে দিলাম । আরো অধিক জানতে উৎসাহীদেরকে দরুদ শরীফের ফজিলত সম্পর্কে লিখিত মার্কেটে বা বাজারে অনেক বই পাওয়া যায় তা ক্রয় করতে বিনীত অনুরোধ করা হল ।

এখন আমরা পূর্ব আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি, সেই ধারাবাহিকতা মোতাবেক তা হলে কেহ ১০০(একশত)বার দরুদ ও সালাম পড়লে বা পাঠ করলে মহান আল্লাহ তাআ'লা দরুদ ও সালাম পাঠকারীর উপর এক হাজার বার দরুদ ও সালাম পাঠ করেন এবং তাকে মুনাফিকি তথা কপটতা ও দোযখ থেকে নিস্কিতি দেন । সুবহানাল্লাহ ! কিন্তু নামাজের ভিতরকার পঠিত দীর্ঘ দরুদ শরীফ ও সালামখানা ১০০(একশত)বার পড়তে গেলে কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে, ফলে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন এবং আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র তাৎক্ষণিক নামাজের ভিতরকার পঠিত দীর্ঘ দরুদ শরীফ ও তাশাহুদসম্বলিত দীর্ঘ সালামখানা পড়তে পারবেন না বরং ব্যর্থ হবেন। তখনতো আপনি অধিক বা অধিকতর সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন এবং আপনার মধ্যে মুনাফিকি তথা কপটতা থেকেই যাবে । "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের অথবা সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণের দষ্টামি কাজ হল নামাজের ভিতরকার পঠিত দীর্ঘ দরুদ শরীফ ব্যাতীত অন্য কোন দরুদ পড়া যাবে না এরুপ শর্তারোপ করে সহজ-সরল মুসলিম মানুষকে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি অধিক অধিক বা বেশী বশী দরুদ শরীফ পড়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, বেশী বশী দরুদ শরীফ পড়ার মাধ্যমে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নৈকট্য অর্জন থেকে বিরত রাখা এবং সহজ সরল মুসলিম মানুষকে মুনাফিকিতে তথা কপটতাতে ডুবিয়ে রাখা । উপরে বর্ণিত সমস্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গলো পর্যায়ক্রমে জানতে পারলাম যে, আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র যে দরুদ পড়বেনা সে (১)বখীল বা কৃপন (২)দোযখী (৩)মুনাফিক তথা কপট মুসলিম(৪) সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বহু দূরে, (৫) সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নৈকট্য লাভে ব্যর্থ (৬) ওজু,গোসল, আযান, ইকামত, নামাজ ,রোজা, হজ্ব ইত্যাদির মত যে কোন নেক কর্ম আরম্ভ করার পূর্বে ও পরে দরুদ পাঠে অপরাগ মুসলিমের কোন নেক কর্ম আল্লাহর নিকট কবুল হবেনা , যে কোন দুআ'(মসজিদে প্রবেশের পূর্বে ও পরের দুআ',ভাত খাওয়ার পূর্বে ও পরের দুআ' ইত্যাদি যে কোন দুআ' শুরু করার পূর্বে ও পরে দরুদ পাঠে অপরাগ মুসলিমের কোন দুআ' আল্লাহর নিকট কবুল হবেনা ।

এমতাবস্থায় উপরে বর্ণিত অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে হলে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের অথবা সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণের একমাত্র কাজ হল সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করা, কঠিন পদ্ধতি ত্যাগ করা, তবেই মহা কল্যাণ। কাজেই, মুসলিম মানুষ মাত্রেই কেহই আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র স্বাভাবিকভাবে সহজ পদ্ধতি>>(সংক্ষিপ্ত দরুদ শরীফ ও সালামখানা (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم) ছেড়ে কঠিন পদ্ধতি>>(নামাজের ভিতরকার পঠিত দীর্ঘ দরুদ শরীফ ও সালামখানা) বেছে নিবেন না । এমতাবস্থায় আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন ঠিকই কিন্তু মহান আল্লাহ ক্লান্ত হবেন না । যেমন হাদিস শরীফে আছে –আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা দীর্ঘ হাদিস শরীফে বলেনঃ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم لَمْ يَكُنْ يَصُوْمُ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ (كُلَّهُ ، وَكَانَ يَقُوْلُ : خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ ، حَتَّى تَمَلُّوا فَإِنَّهُ كانَ أَحَبُّ الصَلاَةِ إِلَيْهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهَا ،وَإِنْ قَلَّ وَ كَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً يُدَاوِمُ عَلَيْهَا ــ ـ مسند أحمد (256074)

অর্থঃ- হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত :নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা শা'বান মাসের চেয়ে বেশী বৎসরে রোজা রাখেন নি, নিশ্চয়ই তিনি পূরো শা'বান মাস রোজা রাখতেন ।আর তিনি বলতেন যতটুকু পার তার থেকেই আমল গ্রহণ কর ।কেননা, তোমরা বিরক্ত বা ক্লান্ত হয়ে গেলেও আল্লাহ বিরক্ত বা ক্লান্ত হন না । সর্বদা করা যায় এমন নামাজ তাঁর নিকট প্রিয় যদিও তা কম হয়।যখন তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) নামাজ পড়তেন এর উপর তিনি স্থায়ী ছিলেন । । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-২৫৬০৭৪ ।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ لَنَا حَصِيْرَةٌ نَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ وَ نَتَحَجَّرُهَا عَلَيْنَا بِاللَّيْلِ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ لَيْلَةً فَسَمِعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ صَلاَتَهُ ، فَأَصْبَحُوا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّاسِ فَكَثُرَ النَّاسُ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَاطَّلَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم ، فَقَالَ : اكْلَفُوا مَنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ ،، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ ، حَتَّى تَمَلُّوا وَ قَالَتْ عَائِشَةُ كانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم أَدْوَمُهَا، قَلَّ وَ كَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَثْبَتَهَا ـ مسند أحمد (24960)

অর্থঃ- হযরত আয়িশা ((রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন: আমাদের একটি মাদুর ছিল, এটাকে আমরা দিনের বেলায় বিছানা হিসেবে আর রাত্রি বেলায় কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করি। এক রাত্রে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নামাজ পড়লে মসজিদ বাসীরা তাঁর নামাজ সম্পর্কেশুনলেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে সকালে উঠে তারা মানুষের নিকট উল্লেখ করলেন। দ্বিতীয় রাত্রে মানুষ বেশী হলে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাদেরকে দেখে বললেন: তোমরা যতটুকু পার তার থেকেই আমলের দায়িত্ব গ্রহণ কর । ।কেননা, তোমরা বিরক্ত বা ক্লান্ত হয়ে গেলেও আল্লাহ বিরক্ত বা ক্লান্ত হন না । আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন: সর্বদা করা যায় এমন অমল তাঁর নিকট প্রিয় যদিও তা কম হয়। যখন তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) নামাজ পড়তেন তিনি তা স্থায়ী করতেন । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-২৪৯৬০ ।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ :كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَائِمٌ عَلَى صَخْرَةٍ يُصَلِّى بِمَكَّةَ ، فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم،فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم :"إِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا " (3729) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত জাবের (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, একজন মুসলিম মক্কারত একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে নামাজ পরতে ছিলেন । এমন সময়ে তার পার্শ্ব দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা চলে গেলেন । অতপর, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন : "তোমরা বিরক্ত বা ক্লান্ত হয়ে গেলেও আল্লাহ বিরক্ত বা ক্লান্ত হন না" । আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৭২৯ ।

عَنْ عَائِشَةَ ،قَالَتْ :دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم وَعِنْدِيْ إِمْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أُسَيْدِ بْنِ خُزَيْمَةَ فَقَالَ :مَنْ هَذِهِ قُلْتُ هَذِهِ فُلاَنَةٌ وَهِيَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ، أَوْ لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ فَكَرِهَ ذٰلِكَ حَتَّى رَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا " ـ مسند أحمد (26411)

অর্থঃ হযরত আয়িশা ((রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বনী উসাইদ বিন খুজাইমার একটি মহিলা আমার নিকট থাকা অবস্থায় আমার নিকট এসে বললেন: এ কে ? আমি বললাম ও হচ্ছে উমুক, রাত ভর দাঁড়িয়ে থাকেনামাজ পড়ে), রাদ্রে ঘুমায় না । তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) এটা অপছন্দ করলেন, আমি তাঁর অপছন্দনীয় অবস্থা তাঁর মুখমন্ডলে দেখতে পেলাম । অতপর: তিনি বললেন, তোমরা যতটুকু পার তার থেকেই আমল কর, (সামর্থানূযায়ী আমল কর), "তোমরা বিরক্ত বা ক্লান্ত হয়ে গেলেও আল্লাহ বিরক্ত বা ক্লান্ত হন ন" । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-২৫৪১১ ।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْخَوْلاَءَ بِنْتِ تُوَيْتٍ مَرَّتْ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم قَالَتْ: فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذِهِ الْخَوْلاَءُ وَزَعَمُوا أَنَّهَا لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ فَقَالَ: لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللهِ لاَ يَسْأَمُ اللهُ حَتَّى تَسْأَمُوْا ـ ـ مسند أحمد (26735)

অর্থঃ হযরত আয়িশা ((রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত,নিশ্চয় খাওলা বিনতে কুয়িত রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপস্থিতিতে হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহার পাশ দিয়ে চলে গেলে তিনি(হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন: আমি বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহি, এ হচ্ছে খাওলা, তাঁরা ধারণা করলেন সে(খাওলা) রাতে ঘুমায় না, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: সে ঘুমায় না, তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আমল কর, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ ক্লান্ত বা বিরক্ত হন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ক্লান্ত বা বিরক্ত হও। মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-২৬৭৩৫ ।

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أُنَاسًا كَانُوا يَتَعَبَّدُوْنَ عِبَادَةً شَدِيْدَةً فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ : وَاللهِ إِنِّيْ لَأَعْلَمُكُمْ بِاللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَخْشَا كُمْ لَهُ، وَكَانَ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا " ـ مسند أحمد (25551)

অর্থঃ হযরত আয়িশা ((রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন: কিছু লোক কঠোর ইবাদত করছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাদেকে বারণ করে বললেন : আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় আমি আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি ও তাকে বেশী ভয় করি, তিনি তাদেরকে বলতেন, তোমরা যতটুকু পার তার থেকেই আমল কর, (সামর্থানূযায়ী আমল কর), "তোমরা বিরক্ত বা ক্লান্ত হয়ে গেলেও আল্লাহ বিরক্ত বা ক্লান্ত হন ন" । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-২৫৫৫১ ।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم يَأْمُرُهُمْ بِمَا يُطِيْقُوْنَ فَيَقُوْلُونَ إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُرَى ذَلِكَ فِى وَجْهِهِ قَالَ :ثُمَّ يَقُوْلُ وَاللهِ لَأَعْلَمُكُمْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ أَتْقَاكُمْ لَهُ قَلْبًا ـ مسند أحمد (24957)

অর্থঃ হযরত আয়িশা(রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাদেরকে (সাহাবীদেরকে) তাদের সামর্থানূযায়ী আমল করতে নির্দেশ দিতেন । তখন তারা বলতেন আমরাতো আপনার মত নই । আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আপনার আগ-পিছের সব ভুল মার্জনা করে দিয়েছেন । এরূপ কথা বললে তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) রাগন্বিত হতেন । এটা তাঁর চেহারা মোবারকে দেখা যেত । তারপর তিনি বলতেন, আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি ও অন্তর দিয়ে তাঁর(আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার) জন্য তেমাদের চেয়ে বেশী পরহেজগার (ভীতু)। মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-২৪৯৫৭ ।

উপরোক্ত হাসি শরীফসমূহের ভাষ্য থেকে একথা বুঝা গেল যে, তাঁর প্রিয় উম্মতেরা সামর্থের বাইরে বড় কোন আমল করুক তা তিনি চান না । তিনি নিজে কষ্ট করতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু তাঁর উম্মতেরা কষ্ট করুক এটা তিনি চান না বরং তাঁর উম্মতেরা সহজ আমল করুক এটাই তিনি চান। কারণ, তিনি তাঁর উম্মতের জন্য খুবই দয়শীল ।

যেমন পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতের প্রতি তাঁর দয়া-মায়ার প্রশংসায় বলেনঃ ----------

" لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ "ـ اَلْأَيَةُ (128)

অর্থঃ- তোমাদের নিকট তোমাদের থেকেই একজন রাসুল এসেছেন । তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তারঁ পক্ষে দুঃসহ । তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময় ।সুরা তাওবা, আয়াত নং-১২৮ ।

যেমন হাদিস শরীফেও আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতের প্রতি তাঁর দয়া-মায়ার বিষয়ে হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে দুটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করে উপরে বর্ণিত বিষয়টি পরিস্কার করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم شَدِيْدَ الْإِنْصَابِ لِجَسَدِهِ فِى الْعِبَادَةِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدُ ـ(25998)

অর্থঃ- হযরত আয়িশা(রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইবাদতের বিষয়ে অত্যন্ত শারিরীক কষ্ট করতেন। মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-২৫৯৯৮ ।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَ كَانَ (رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم)يُحِبُّ مَا خَفَّ عَلَى النَّاسِ ـ مُسْنَدُ أَحْمَدُ ـ(25987)

অর্থঃ হযরত আয়িশা(রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মানুষের জন্য যা হালকা বা সহজ হবে তাই পছন্দ করতেন । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-২৫৯৮৭ ।

তাছাড়া, কোন বিষয়ে দুটি মত থাকলে সহজ মতটি গ্রহণ করা উত্তম । এতে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। যেমন হাদিস শরীফে আছেঃ-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : وَمَا عُرِضَ عَلَيْهِ (النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)أَمْرَانِ قَطُّ إِلاَّ اِخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَالَمْ يَكُنْ

فِيْهِ لِلَّهِ سَخَطٌ ، فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ فِيْهِ سَخَطٌ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ "(9152) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন:নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট দুটি বিষয় উপস্থান করা হলে এতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি না থাকলে অধিক সহজটিই গ্রহণ করেছেন । আর এতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থাকলে মানুষের মধ্যে(এই অসন্তুষ্টির কাজ থেকে) সবচেয়ে বেশী দূরে অবস্থান কারী হতেন(এই অসন্তুষ্টির কাজটি করতেন না) । আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৯১৫২ ।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর পবিত্র হাদিস শরীফে আরো **বলেনঃ**

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: ابْنُ سُمَيَّةَ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ قَطُّ إِلاَّ اِخْتَارَ الْأَرْشَدَ مِنْهُمَا (3768) مسند أحمد

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ(রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন :ইবনু সুমাইয়ার নিকট দুটি বিষয় উপস্থান করা হলে উভয়ের মধ্যে অধিক সঠিকটিই গ্রহণ করতেন ।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৭৬৮ ।

পবিত্র হাদিস শরীফে আরো আছেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : "مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اِخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا " (803) في المعجم الكَبِيْرِ للطبراني

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে দুটি বিষয়ের কোন একটিকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলে সহজটিই গ্রহন করেছেন । আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮০৩ । এ বিষয়ে আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : "لاَ خَيْر بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اِخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا حَتَّي يَكُوْنَ إِثْمًا" (8651) في المعجم الاوسط للطبراني -

অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: " দুটি বিষয়ের বা দুটি মতের সহজটি গ্রহণ না করলে কোন কল্যাণ নাই যতক্ষন পর্যন্ত না পাপ হয় "। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৬৫১ ।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : "لاَ خَيْر بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ اَ أَيْسَرَهُمَا حَتَّي يَكُوْنَ إِثْمًا فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الْإِثْمِ " (26596) مسند أحمد

অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: " দুটি বিষয়ের বা দুটি মতের মধ্যে কোন কল্যাণ নাই , তবে তাঁর(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার) নিকট পাপ না হওয়া পর্যন্ত দুটি বিষয়ের বা দুটি মতের মধ্যে অধিক সহজটি তাঁর নিকট প্রিয় । আর এতে পাপের কাজ থাকলে মানুষের মধ্যে(এই পাপের কাজ থেকে) সবচেয়ে বেশী দূরে অবস্থান কারী হতেন(এই পাপের কাজটি করতেন না)।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৬৫৯৬ ।

(খ) আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চারিত না হলেও সময় সুযোগে বেশী বেশী দরূদ পড়াঃ

এইরূপ অবস্থায় আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম উচ্চারিত না হলেও সময় সুযোগে বেশী বেশী দরূদ পড়লে কিয়ামতের দিন বেশী বেশী দরূদ

পাঠকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অধিক নৈকট্যতা অর্জন করবেন। যেমন হাদিস শরীফে আছে-আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ

عَنْ عبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم قَالَ :" أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً " سنن الترمذي (474)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : " আমার প্রতি অধিক দরূদ শরীফ পাঠকারী কিয়ামতের আমার অধিক নিকটবর্তী ও আপন হবে । সুনানু তিরমিজি হাদিস শরীফ নং-৪৭৫ ।

তাছাড়া, এই কথা আমদেরকে মনে রাখতে হবে যে, যে কোন কর্মের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি দরূদ শরীফ পড়া না হলে উক্ত নেক কর্মগুলো মহান আল্লার নিকট কবুল হয় না । যেমন হাদিস শরীফে আছে-আমাদেরনবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب قَالَ :" إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لاَ يَصْعُدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّى عَلَى نَبِيِّكَ "سنن الترمذي (486)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: নিশ্চয়ই দুআ' আকাশ-জমিনের মাঝখানে আটকে থাকে, উপরে উঠেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমা নবীর প্রতি দরূদ পড়া না হয় । ।সুনানু তিরমিজি হাদিস শরীফ নং-৪৮৬ ।

তাই, প্রত্যেকটি মুসলমান মানুষকে যে যেই অবস্থায় যেখানেই থাকুক বেশী বেশী দরূদ পাঠ করতে হবে । যেমন হাদিস শরীফে আছে-আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : "حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي " (2663) في المعجم الكبير للطبرانيئ

অর্থঃ- হযরত আলী ইবনু আবি তালিব(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন:"তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদ পড়বে, নিশ্চয়ই তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে । আল-মুজামুল কাবির, তানারানী, হাদিস শরীফ নং-২৬৬৩।

মহান আল্লাহ সকল মুসলিম মানুষকে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করার তাওফিক দিন ।

(তৃতীয় অবস্থা) **" السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ "** অর্থঃ- "ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনার উপর সালাম" বাক্যটির মধ্যে ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং উহার অনুরূপ শব্দাবলীর মাধ্যমে যেমন-,**"السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ "** অর্থঃ- "ইয়া হাবিবাল্লাহি, আপনার উপর সালাম", **" السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ "** "ইয়া নাবীআল্লাহি, আপনার উপর সালাম" ইত্যাদি শব্দ বা বাক্য যোগে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়া স্বাভাবিকভাবে মহান আল্লাহর যিকরের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় উহা হচ্ছে শুধু একমাত্র সালামই । উপরোক্ত শব্দাবলীর মাধ্যমে নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দিতে হলে প্রতিটি মুসলিম মানুষকে কতগুলো শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা মেনে সালাম দিতে হবে । এমতাবস্থায়

শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা মেনে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দিতে অপরাগ হলে , এইরূপ অপরাগী সালাম দানকারী ব্যাক্তি বেয়াদব তথা অশিষ্ট বলে গণ্য হবে এবং তাঁর সালাম গ্রহন হবেনা। তৃতীয় অবস্থায় নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দানকারী ব্যাক্তির জন্য " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (থাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণ কিছু শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা প্রস্তুত করে দিয়েছেন । " **خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة** " (থাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা মেনে ও অনুসরণ করে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দিলে, এইরূপ সালাম দানকারী ব্যাক্তির সালাম আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান ব্যাক্তিত্বের নিকট গ্রহণীয় হবে ।

এখন একটি প্রশ্ন হচ্ছে- প্রথম অবস্থা ও দ্বিতীয় অবস্থায় নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়ার ব্যাপারেতো তেমন কোন কঠিন শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা মানার ও অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়নি, শুধু সংক্ষিপ্ত কতিপয়গুলো শব্দ পড়লেই দরূদ ও সালাম হয়ে গেছে। তৃতীয় অবস্থায় নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে এতসব শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা মানার ও অনুসরণ করার প্রয়োজন হল কেন ?

এর উত্তর এই যে, প্রথম অবস্থা ও দ্বিতীয় অবস্থায় নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়ার বিষয়ে মুসলিম মানুষটি স্বয়ং নিজে দরূদ ও সালাম না পড়ে সে মহান আল্লাহ তাআ'লার উপর পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকটই আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর সালাম প্রেরণ করার আবেদন করেছে । তাই, তৃতীয় অবস্থায় ন্যায় প্রথম অবস্থায় ও দ্বিতীয় অবস্থায় তেমন কোন কঠিন শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা মানার ও অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়নি ।

প্রথম অবস্থা ও দ্বিতীয় অবস্থায় দরূদ ও সালাম প্রদানের ধরণঃ----------

(১) " **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم** " অর্থঃ- "আল্লাহ তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পড়ুন"

(২) " **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ** "

অর্থঃ-"হে আল্লাহ, আপনি আমাদের নেতা নিরক্ষর নবী মুহাম্মারে উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ,তাঁর সাহাবীগণের উপর দরূদ,সালাম ও বরকত প্রদান করুন") ।

কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়ার দায়িত্বটি সালাম প্রদানকী মুসলিম মানুষটি স্বয়ং নিজে গ্রহণ করায় তাকে কঠিন শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা মানতে ও অনুসরণ করতে হচ্ছে এবং করতে হবে । তা না হলে তার প্রেরিত দরূদ ও সালাম আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহান ব্যাক্তিত্বের নিকট গ্রহণীয় হবে না । তাই, প্রথম

অবস্থা ও দ্বিতীয় অবস্থার অনুসারী মুসলিমগণকে বিনীত অনুরোধ করছি, দয়া করে আপনারা নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত কোন একটি বিষয়কে কোন অবস্থাতেই নামাজের বাহিরের দরুদ শরীফ পড়া ও সালাম প্রেরণ করার সাথে সংযুক্ত করবেন না ।
আর নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ পড়া ও সালাম প্রেরণ করার বিষয়গুলোর কোন একটিকে নামাজের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত কোন একটি বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করবেন না । নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত দরুদ শরীফ ও সালাম নামাজের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখুন আর নামাজের বাহিরের দরুদ শরীফ ও সালাম নামাজের বাহিরেই সীমাবদ্ধ রাখুন । এক অবস্থার দরুদ শরীফ ও সালাম অন্য অবস্থার দরুদ শরীফ ও সালামের সাথে মিলিয়ে তালগুল পাকিয়ে ফেলবেন না ।
অতএব, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণ অথবা কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণ যদি নামাজের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ-পূর্ণ দরুদ শরীফখানাই নামাজের বাহিরে পড়তে হবে এমন শর্ত হিসেবে পড়তে পারেন, তা হলে ----------
(১) নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ-পূর্ণ তাশাহুদসম্বলিত সালামখানাই নামাজের বাহিরে পড়তে হবে এমন শর্ত হিসেবে কেন পড়তে পারেন না বা বা পড়েন না এবং তাশাহুদসম্বলিত সালামখানা কেন দেন না ?
(২) নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত সানাখানা নামাজের বাহিরে অন্যান্য তাসবিহর ন্যায় দীর্ঘক্ষণ পড়তে হবে এমন শর্ত হিসেবে সানাখানা কেন পড়তে পারেন না বা পড়েন না?
(৩) নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত রুকু' ও সিজদার তাসবিহ দুখানা নামাজের বাহিরে অন্যান্য তাসবিহর ন্যায় দীর্ঘক্ষণ পড়তে হবে এমন শর্ত হিসেবে রুকু' ও সিজদার তাসবিহ দুখানা কেন পড়তে পারেন না বা পড়েন না?
"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের অথবা কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণের আমল-অথলাকে বাহ্যত দেখা যাচ্ছে যে, নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত শুধু দীর্ঘ-পূর্ণ দরুদ শরীফখানা নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ হিসেবে পড়তে হবে মর্মে তারা ফতওয়া দিয়ে থাকেন, অন্য দরুদ পড়া বিদআ'ত বলে ফতওয়া দিয়ে থাকেন । শুধু নামাজের ভিতরের দীর্ঘ-পূর্ণ দরুদ শরীফখানা নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ পড়ার বেলায় ফতওয়া চলে, নামাজের ভিতরের সানাখানা নামাজের বাহিরে সানা পড়ার বেলায়, রুকু-সিজদার তাসবিহ দুখানা নামাজের বাহিরে তাসবিহ পড়ার বেলায় এবং তাশাহুদসম্বলিত সালামখানা নামাজের বাহিরে তাশাহুদসম্বলিত সালাম পড়ার বেলায় ফতওয়া চলেনা কেন?
তারা নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত তশাহুদসম্বলিত সালামখানাই নামাজের বাহিরে তাশাহুদসম্বলিত সালাম হিসেবে প্রদান করতে হবে মর্মে ফতওয়া দেয়না কেন?
এর কারণ, নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত তশাহুদসম্বলিত সালামখানা হচ্ছে খুবই দীর্ঘ ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার । তাই, এই তশাহুদসম্বলিত সালামখানা নামাজের বাহিরে সালাম হিসেবে পড়লে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণের ক্লান্তি পেয়ে বসে । কিন্তু নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ-পূর্ণ দরুদ শরীফখানা

নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ হিসেবে পড়তে তাদের ক্লান্তি পায় না ।
এটা হচ্ছে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণের এক প্রকার দুষ্টামি ছাড়া আর কিছু নয় ।
"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত কতিপয় সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণতো দুষ্টামি করবেই । কারণ, তারা হচ্ছে নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফে উল্লেখিত গুণসম্পন্ন নিকৃষ্ট মুসলিম হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই----------

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، قَالَ : قَالَ رسول ا الله صلي الله عليه وسلم : " إِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ خِيَارَهُمْ ، وَ آخِرَهُمْ شِرَارَهُمْ مَخْتَلِفِيْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ - (10366) في المعجم الكبير للطبراني - ألْجزء الخامس.
অর্থঃ-ইবনু মাসউদ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেনঃ "নিশ্চয়ই এ উম্মতের প্রথম অংশের মুসলিমগণ [2] হচ্ছেন সর্বোত্তম মুসলিম আর এ উম্মতের শেষ অংশের মুসলিমগণ [3] হচ্ছেন (مَخْتَلِفِيْنَ)ভিন্নমত পোষণকারী [4], (مُتَفَرِّقِيْنَ) বিচ্ছিন্ন [5] দলে-উপদলে বিভক্ত দুষ্ট মুসলিম। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৩৬৬ ।

তবে হা! নামাজের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি বিষয়কে বরকতস্বরূপ নামাজের বাহিরে পড়াতে কোন দোষ নেই । কিন্তু নামাজ সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ-পূর্ণ দরুদ শরীফকেই নামাজের বাহিরে দরুদ শরীফ হিসেবে পড়তে হবে, অন্য দরুদ শরীফ পড়া যাবে না মর্মে জোড়-তাকিদ দেওয়া মহা অপরাধ । মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন ।
তৃতীয় অবস্থায় নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতার প্রথম অবস্থা হচ্ছে ----------
(১) এক মুসলিম আর এক মুসলিমকে পরস্পর সালাম বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত" عُرْفٌ " তথা সামাজিক প্রথা অনুসারে (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানো ।
এটা হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম মোতাবেক সালাম দেওয়ার পদ্ধতি ।
(২) মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[2] >> এ উম্মতের প্রথম অংশের * প্রথম অংশের মুসলমানগণ>> **"خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةَ "** (খাইরুল কুরুনিছ্ ছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণ <<

[3] >> এই উম্মতের শেষাংশ * শেষ অংশের মুসলমান>> **"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত মুসলিমগণ <<

[4] এ উম্মতের প্রথম অংশের * ألْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামধারী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুমগণের) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈন মুসলিমগণের ভিন্নমত পোষণকারী(**مَخْتَلِفِيْنَ**)

[5] ألْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ**(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে বিচ্ছিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত(**مُتَفَرِّقِيْنَ**) দুষ্ট মুসলিম।

সাল্লামাকে তাঁর উপস্থিতিতে, অনুপস্থিতিতে, জীবদ্দশায় ও ইনতিকালের পর সর্বাবস্থায় সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ শর্ত হিসেবে সালাম শব্দের সাথে " تَسْلِيْمًا " শব্দ (وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا " سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ الْأية (56) অর্থঃ এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর" ।সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬ ।) যোগ করে দূরে-নিকটে অবস্থানকারী প্রত্যেক মুসলিম মানুষ একে অপরকে পরস্পর সাধারণ সালাম বিনিময়ের চেয়ে অধিক ভক্তি-শ্রদ্ধামিশ্রিত আদব বা শিষ্টাচারিতা ও বিনয়ের সাথে (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়িয়ে সালাম প্রদান করা ।

সালাম শব্দের সাথে " تَسْلِيْمًا " শব্দ (وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا " ـ سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ الْأية (56) অর্থঃ এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর" । সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬ ।) যোগ করে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি তাকিদসহকারে এবং শ্রদ্ধাভরে সালাম দেওয়ার জন্য পৃথক আয়াত অবতীর্ন করে বিশেষ শর্ত দেওয়া হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়ার মত সালাম দাও। এর অর্থ হল এই যে, এক মুসলিম মানুষ অন্য এক মুসলিম মানুষকে পরস্পর সাধারণ সালাম বিনিময়ের চেয়ে অধিক ভক্তি-শ্রদ্ধামিশ্রিত আদব বা শিষ্টাচারিতা ও বিনয়ের সাথে সামাজিক প্রথানূসারে (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়িয়ে সালাম প্রদান করা ।এটা হচ্ছে নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইসলামি শরীয়তের سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম মোতাবেক সালাম দেওয়ার পদ্ধতি ।

নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বসে সালাম দেওয়ার জন্য ইসলামি শরীয়তের কোন سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম নেই। তাই, আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি বসে সালাম দিতে হলে নামাজের ভিতরেই তাশাহুদের বৈঠকেই অধিক বিনয়ের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পূর্ণ মনসংযোগের সাথে খুশু-খুজু মিশ্রিত সালাম প্রদান করতে হবে ।

এটা হচ্ছে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ইসলামি শরীয়তের سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম মোতাবেক (قُعُوْدا/ جُلُوْسًا) তথা বসে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি ।

সালাম দেওয়ার পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছেঃ----------

(ক) দন্ডায়মান ব্যাক্তি উপবেশনকারীকে সালাম দেওয়া ।

(খ) আরোহী ব্যাক্তি পদব্রজে গমনকারীকে সালাম দেওয়া ।

(গ) পদব্রজে গমনকারী ব্যাক্তি উপবেশনকারীকে সালাম দেওয়া।

(ঘ) ছোট বড়কে সালাম দেওয়া ।

(ঙ) কম সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম দেওয়া।

(চ) মজলিসে গমনকারী ব্যাক্তি মজলিসে উপস্থিত হয়ে মজলিসে উপবিষ্টদের সালাম করা । উপরোক্ত সবগুলো বিষয়ের সমষ্টিই হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম মোতাবেক সালাম দেওয়ার পদ্ধতি । যেমন হাদিস শরীফে আছে-আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِى وَ الْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ وَ الْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ ـ سنن الترمذي(2703) + يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الكَبِيْرِ والْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ ـ سنن الترمذي(2704)**

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামা বলেন: আরোহী ব্যাক্তি পদব্রজে গমনকারীকে, পদব্রজে গমনকারী ব্যাক্তি উপবেশনকারীকে, কম সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম দিবে, সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২৭০৩ + ছোট বড়কে, গমনকারী ব্যাক্তি উপবেশনকারীকে সালাম দিবে , সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২৭০৪ ।

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم قَالَ : يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِى وَ الْمَاشِى عَلَى الْقَائِمِ ـ سنن الترمذي(2705)

অর্থঃ- হযরত আবু ফুদালা বিন উবাইদ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : অশ্বারোহী পদব্রজে গমনকারীকে এবং পদব্রজে গমনকারী দন্ডায়মান ব্যাক্তিকে সালাম দিবে, সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২৭০৫ ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم قَالَ : " إِذَا اِنْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ـ ـ سنن الترمذي(2706)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: যখন তোমাদের কেউ মজলিসে গিয়ে পৌঁছায় সে সালাম দিবে, যদি তার মনে হয় যে, বসা যাবে তবে বসে পড়বে, অতপর, যখন সে চলে যাবার জন্য দাঁড়াবে তখনো সালাম দিবে, সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-২৭০৬ ।

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم أَنَّهُ قَالَ : حَقًّا عَلَى مَنْ قَامَ عَلَى مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَحَقٌّ عَلَى مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَقَامَ رَجُلٌ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم يَتَكَلَّمُ، فَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّم : مَاأَسْرَعَ مَانَسِيَ ـ مسند أحمد، (15855)

অর্থঃ- হযরত সাহল বিন মুআয তিনি তাঁর পিতা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে, তিনি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বলেছেন : যে কেহ মজলিসে এসে দাঁড়ালেই মজলিসে উপস্থিত জনদের সালাম দিতে হবে এবং মজলিস থেকে চলে যাবার জন্য দাঁড়ালেই সালাম দিতে হবে। এমনি সময়ে একজন লোক রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কথা-বার্তা বলা অবস্থায় দাঁড়ালে সালাম দেয়নি । এতে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন : কত দ্রুতই লোকটি ভুলে গেল । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৫৮৫৫।

উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহের ভাষ্য থেকে এই কথা প্রমাণ হয় যে, সকল সাহাবীকেরামই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়েছেন, সাহাবীকেরামগণ পরস্পর পরস্পরকে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়েছেন, যে কোন সাহাবী মজলিসে উপস্থিত হয়ে বসার পূর্বে এবং মজলিস থেকে প্রস্থানের সময় মজলিসে উপস্থিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে এবং অন্য সাহাবীকেরামকে (**أَلْقِيَامُ**) তথা দাঁড়িয়ে সালাম দিয়েছেন ।তাই, সাহাবীকেরামগণের দৈনন্দিন সালাম বিনিময়ের কর্ম থেকে (**أَلْقِيَامُ**) তথা দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়াই প্রমাণ হয় । এতে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি হিসেবে (**أَلْقِيَامُ**) তথা দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়াই হচ্ছে ইসলামি শরীয়তের **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম । সালাম দেওয়ার পরও সম্মানসূচক শুধু শুধু দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, বসার অনুমতি না থাকা ও বসার স্থান খোঁজ না করা পূর্ববর্তী শক্তিধর রাজা-বাদশাহদের নিয়ম ও রীতিনীতি বিধায় ইসলামি শরীয়তে এরূপ (**أَلْقِيَامُ**) তথা দাঁড়ানো হারাম ।

নামাজ সম্পাদনের বেলায় সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর জন্য "قُنُوْتٌ" শব্দ (قُوْمُوا للهِ قَانِتِيْنَ ـ سورة الْبقرة 238 - অর্থঃ- তোমরা আল্লাহর জন্য বিনয়ের সাথে দাঁড়াও, সুরা আল- বাকারা, আয়াত নং-২৩৮।) তথা বিনয়মিশ্রিত দাঁড়ানোকে যেমন প্রথম শর্ত করা হয়েছে তেমনি আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে সালাম শব্দের সাথে " تَسْلِيْمًا " শব্দ (وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا " ـ سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ الْأٰيةُ (56) অর্থঃ এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর" । সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬ ।) যোগ করে এক মুসলিম অন্য এক মুসলিমকে পরস্পর সাধারণ সালাম বিনিময়ের চেয়ে অধিক ভক্তি-শ্রদ্ধামিশ্রিত আদব বা শিষ্টাচারিতা ও বিনয়ের সাথে(أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানোকে প্রথম শর্ত করা হয়েছে । নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া হচ্ছে سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম । নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বসে সালাম দেওয়া সৌজন্যবোধ ও আদব তথা শিষ্টাচারিতা বিরোধী । নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বসে সালাম দেওয়ার কোনسُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম নেই । আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বসে সালাম দেওয়া হচ্ছে নামাজের সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত [6] একটি বিষয় । নামাজের বাহিরে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে যেইসব মুসলিম মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদপ্রাপ্ত " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ " (খাইরুল কুরুনিছ্ছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত শর্ত, নিয়ম-সামাজিক প্রথা ও আদব বা শিষ্টাচারিতা মানতে সক্ষম নহেন বরং অপরাগ তদের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ তারা তৃতীয় অবস্থা অনুসারে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দিবেন না এবং সালাম দিয়ে শুধু শুধু বেয়াদব তথা অশিষ্টারসম্পন্ন মুসলিম হবেন না । তারা হয়ত এই যুক্তি দেখাবেন যে, কারো সম্মাণার্থে দাঁড়ানো হারাম ।আসলে বিষয়টি তা নয়, বিষয়টি হচ্ছে এই, কেউ তার সম্মাণার্থে অন্যের দাঁড়ানোকে মনে আকাঙ্খা, প্রীতবোধ করতে পারবে না । মনে এইরূপ আকাঙ্খা, প্রীতবোধ করা হারাম এবং দোযখে প্রবেশের কারণ । যেমন হাদিস শরীফে আছে - আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ

أَنَّ مُعَاوِيَةَ ،قَاَل: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:" مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ بَنُو آدَمَ قِيَامًا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ" (16214) في المعجم الكبير للطبرانيئ

---

[6] নামাজের সম্পাদনের পদ্ধতিগত বিষয়সমূহঃ ১. পবিত্রতা ২. বিনয়ের সাথে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো ৩. তাকবীরু তাহরিমা বলার সময় উভয় হাত কাঁধ বা কান বরাবর তোলা ৪. ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরা ৫. সানা পাঠ করা ৬. কিরাআত পাঠ করা ৭. রুকু' করা ৮. সিজদা করা ৯. তাশাহুদের বৈঠক করা ১০. তাশাহুদের শেষ বৈঠকের ভিতরেই আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি সালাম দেওয়া ও দরূদ পড়া এবং দুআ'-ইস্তিগফার করা ১১. তাশাহুদের শেষ বৈঠকে ডানে-বামে উভয় দিকে সালাম দিয়ে নামাজ থেকে পৃথক হওয়া ।

অর্থঃ- হযরত মুআবিয়া (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন " যে চায় আদম সন্তানেরা তার জন্য (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়াউক তাহলে তার জন্য দোযখ সাব্যস্ত হয়ে গেল । আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী,হাদিস শরীফ নং-১৬২১৪ ।

عَنْ مُعَاوِيَةَ ،قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم : " مَنْ سَرَّهُ إِذَا رَأَتْهُ الرِّجَالُ مُقْبِلاً أَنْ يَتَمَثَّلُوا لَهُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِى النَّارِ ""(16078) في المعجم الكبير للطبرانيئ

অর্থঃ- হযরত মুআবিয়া (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন " যার ভাল লাগে যখন লোকেরা তাকে দেখেই তার জন্য (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ায়ে থাকুক সে দোযখে বাড়ী তৈরী করে নিক" ।আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী,হাদিস শরীফ নং-১৬০৭৮ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, উচ্চস্তর জন তাদের জন্য নিম্নস্তর জনদের পক্ষ হতে মনে মনে(أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানোর আকাঙ্খা করা অথবা কেউ তার জন্য (أَلْقِيَامُ) তথা দাড়ালে তিনি মনে মনে প্রীতবোধ করা হারাম।

মনে(أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানোর আকাঙ্খা না থাকার এবং মনে প্রীতবোধ না থাকার নিদর্শনঃ

(ক) সম্মাণিত ব্যাক্তির জন্য কেউ দাঁড়ালে সম্মাণিত ব্যাক্তি তাকে বলতে হবে "বসে পড়ুন" । যেমন হাদিস শরীফে এসেছে----------

عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ بَيْتًا فِيْهِ اِبْنُ عَامِرٍ وَ اِبْنُ الزُّبَيْرِ فَقَامَ اِبْنُ عَامِرٍ وَ جَلَسَ اِبْنُ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةَ : اِجْلِسْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول الله صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الْعِبَادُ قِيَامًا ، فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِى النَّارِ ـ مسند أحمد، (17120)

অর্থঃ- হযরত আবু মিজলায (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, মুআবিয়া (রাদিআল্লাহু আনহু) এমন একটি ঘরে প্রবেশ করলেন যেখোনে ইবনু আমের ও ইবনু যুবাইর ছিলেন, ইবনু আমের দাঁড়িয়ে গেলেন আর ইবনু যুবাইর বসে রইলেন । মুআবিয়া (রাদিআল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, "বসে পড়ুন" । কেননা নিশ্চয়ই আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি : " যার ভাল লাগে যখন লোকেরা তাকে দেখেই তার জন্য (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ায়ে থাকুক সে দোযখে বাড়ী তৈরী করে নিক" । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৭১২০ ।

(খ) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رسول الله صلى الله عليه و سلم مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصَا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ " لاَ تَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ـ سنن الترمذي (5230)

অর্থঃ- হযরত আবু উমামা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদের নিকট লাঠির উপর ভর করে আসলে আমরা তাঁর পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালাম , অতপর তিনি বললেন : আজম লোকেরা যেমন দাঁড়িয়ে থাকে তোমরা সেভাবে দাঁড়াবে না, সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-৫২৩০ ।

কিন্তু পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের জন্য প্রজাদের কুর্নিশ করে(أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ায়ে থাকার মত এক মুসলিম আর এক মুসলিমের জন্য (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানো হারাম । তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, রাজা-বাদশাহরা বসে থাকলেও প্রজারা বসতে পারত না । এইরূপ পদ্ধতিতে এক মুসলিম আর এক মুসলিমের জন্য দাঁড়ানো হারাম ।

যেমন হাদিস শরীফে আছে –আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : وُثِئَتْ رِجْلُ رسولِ الله صلي الله عليه وسلم، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا ، أَوْ وَجَدْنَاهُ فِى حُجْرَتِهِ جَالِسًا بَيْنَ يَدَيْ غُرْفَةٍ، فَصَلَّى جَالِسًا ، وَقُمْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّيْنَا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّيْتُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوْسًا وَ إِذَا صَلَّيْتُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَ لاَ تَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ فَارِسُ لِجَبَابِرَتِهَا أَوْ لِمُلُوْكِهَا – مسند أحمد، (15484) (১)

অর্থঃ- হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পা মোবারক মচকে গেলে আমরা তাঁর নিকটে উপস্থিত হলে তিনি বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন অথবা আমরা তাঁকে তাঁর কক্ষে তাঁর কক্ষের সামনেই বসা অবস্থায় পেলাম । তিনি বসা অবস্থায় নামাজ পড়লে আমরা তাঁর পিছনে(أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লাম । তিনি নামাজ সমাপ্ত করে বললেন : আমি বসে নামাজ পড়লে তোমরাও বসে নামাজ পড়বে । আমি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে । পারস্যের লোকেরা যেমন তাদের প্রতাপশালীদের ও রাজা-বাদশাহদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে তোমরা সেভাবে দাঁড়াবে না ।মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৫৪৮৪ ।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : وَقَعَ رسول الله صلى الله عليه و سلم مِنْ فَرْسٍ لَهُ بَالْمَدِيْنَةِ، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُوْدُهُ وَهُوَ فِي مَشْرَبَةٍ لِعَائِشَةَ جَالِسٌ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّيْنَا، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَوَجَدْنَاهُ جَالِسًا يُسَبِّحُ الْمَكْتُوْبَةَ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ، أَنْ اِجْلِسُوا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ، قَالَ: " إِذَا صَلَّى إِمَامُكُمْ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوْسًا ،وَلاَ تَقُومُوا وَهُوَ قَاعِدٌ كَمَا تَفْعَلُ فَارِسُ بِعهُظَمَائِهَا" -- في المعجم الأَوسَطُ للطبرانيِ (4484) অর্থঃ- হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মদিনাতে তাঁর ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে এতে তারঁ পা মোবারক বিচ্যুৎ হয়, তিনি আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহার পানশালাতে বসা থাকা অবস্থায় তাঁকে দেখার জন্যে আমরা তাঁর নিকটে উপস্থিত হলাম, ।তিনি বসা অবস্থায় নামাজ পড়লে আমরা তাঁর পিছনে(أَلْقِيَام)তথা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লাম। তারপর দ্বিতীয়বার তাঁর নিকট আসলে তাঁকে বসে বসে ফরজ নামাজের তাসবিহ পড়তে অবস্থায় পেলাম । আমরা (পূনরায়) তাঁর পিছনে দাঁড়ালে তিনি আমাদেরকে বসতে ইশারা করলেন, তিনি নামাজ সমাপ্ত করে বললেন : যখন তোমাদের ইমাম দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামাজ পড়, আর সে যদি বসে নামাজ পড়ে তোমরাও বসে নামাজ পড় । সে বসে থাকা অবস্থায় তোমরা দাঁড়াবেনা যেমন ফরাসীর লোকেরা তাদের প্রতাপশালীদের ও রাজা-বাদশাহদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে । আল-মুজামুল আওসাত,তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৪৪৮৪।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اِشْتَكَى رسول الله صلى الله عليه و سلم فَصَلَّيْنَا ورَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدُ و أَبُو بَكَرٍ يُكَبِّرُ فَالتفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ قُعُوْدًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ :" إِنْ كِدْتُمْ يُسْمِعِ الَّناسَ تكْبِيْرَه أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسُ والرَّوْمِ يَقُوْمُوْنَ عَلَى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ فَلاَ تَفْعَلُوا ائتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّواقِيَامًا وَ إِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلوا قُعُوْدا " سنن ابن ماجه – 1240 (৩)

অর্থঃ- হযরত জাবের (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা অভিযোগ করলেন, অতপর আমরা তাঁর পিছনে তাঁর উপবিষ্ট অবস্থায় এমনভাবে

নামাজ পড়লাম যে, হযরত আবু বকর মানুষদেরকে শুনাবার জন্য তাকবির দিচ্ছিলেন । তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) আমাদের দিকে তাকালে আমাদেরকে উপবিষ্ট দেখলেন । তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) আমাদেরকে ইশারা করলে আমরা তাঁর নামাজের সাথে বসে নামাজ পড়লাম। তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) সালাম ফিরায়ে বললেন "যদি তোমরা পারস্য ও রোমদের কর্মের মত কাজ করতে উপক্রম হয়েই থাক (পারস্য ও রোমদের কর্মের মত কাজ পূর্ব থেকে করেই থাক) যারা তাদের বাদশাহদের উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় নিজেরা দাঁড়িয়ে থাকত তা হলে তোমরা এই কাজটি (এখন থেকে আর) করবে না । তোমরা তোমাদের ইমামদের অসূসরণ কর, তারা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামাজ পড়, আর তারা যদি বসে নামাজ পড়ে তোমরাও বসে নামাজ পড় । ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-১২৪০।

উপরোক্ত ১ নং, ২ নং ও ৩নং হাদিস শরীফের প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বর হাদিস শরীফদ্বয়ে পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের(নামাজবহির্ভুত) দাম্ভিক ও অহংকারপূর্ণ কার্যক্রম তুলনামূলক উদাহরণ হিসেবে টেনে এনে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিজের সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিগত নামাজের ভিতরকার আমল বা কার্যক্রম দিয়ে এবং তৃতীয় নম্বর হাদিস শরীফখানায়ও পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের (নামাজবহির্ভুত) দাম্ভিক ও অহংকারপূর্ণ কার্যক্রম তুলনামূলক উদাহরণ হিসেবে টেনে এনে সকল ইমামগণ তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিগত নামাজের ভিতরকার আমল বা কার্যক্রম দিয়ে (أَلْقِيَامُ)তথা দাঁড়ানো সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আদেশ দানের মাধ্যমে নামাজের ভিতরে ও নামাজের বাহিরে ইমাম, নেতা ও ইচ্ছস্তর জনদের সাথে এবং নিম্নস্তর জনদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে তা ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে তিনি তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন ।

উপরোক্ত আলোচনার প্রাপ্ত ফলাফলঃ

উপরোক্ত আলোচনার দৃষ্টিকোন থেকে (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানো চার প্রকার ।

(১) এক মুসলিম আর এক মুসলিমকে সালাম দেওয়ার জন্য (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানো । এই ধরণের (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানো ইসলামি শরীয়ত মোতাবেক سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম ।

(২) উচ্চস্তর জন তাদের জন্য নিম্নস্তর জনদের পক্ষ হতে মনে মনে(أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানোর আকাঙ্খা করা অথবা কেউ তার জন্য (أَلْقِيَامُ) তথা দাড়ালে তিনি মনে মনে প্রীতবোধ করা । এইরূপ (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানো ইসলামি শরীয়তে হারাম ।

(৩) পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের জন্য প্রজাদের কুর্নিশ করে(أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ায়ে থাকার ন্যায় এক মুসলিম আর এক মুসলিমের জন্য (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানো । তাদের নিয়ম এই ছিল যে, তাদের রাজা-বাদশাহরা বসে থাকত আর প্রজারা দাঁড়িয়ে থাকত । এইরূপ (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানো ইসলামি শরীয়তে হারাম ।

(৪) কোন সম্মাণিত ব্যাক্তির শুভাগমন উপলক্ষ্যে আদব বা শিষ্টাচার জনিত কারণে সৌজন্যমূলক সম্মাণার্থে , পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার প্রদর্শনের জন্য, সন্তান-সন্ততিদেরকে আদর-সোহাগ দেখানোর জন্য এবং শিক্ষক ও গুরুজনদেরজন্য ভালবাসার প্রতীকি সৌজন্য আচরণ করার জন্য ইত্যাদি ভদ্রতাজনিত সুন্দর আচার-আচরণ প্রদর্শনার্থে সাময়িকভাবে (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানো। উপরোক্ত (أَلْقِيَامُ)তথা দাঁড়ানোর চতুর্থ প্রকারের ক্রমিকে বর্ণিত ভদ্রতাজনিত সুন্দর আচার-আচরণ প্রদর্শনার্থে সৌজন্যমূলক সম্মাণার্থে সাময়িকভাবে (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানো ইসলামি শরীয়ত মোতাবেক سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম । যেমন আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামা উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফে উল্লেখিত নামাজের কার্যক্রম থেকে উৎসরিত নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা এবং নেতৃত্ব ও সাম্যতার মত ইত্যাদি গুণাবলীর মাধ্যমে তিনি তাঁর উম্মতকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, ইমাম দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে তোমরা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে আর ইমাম বসে নামাজ পড়লে তোমরাও বসে নামাজ পড়বে । কিন্তু আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতকে এই শিক্ষা দেন নি যে, ইমাম দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে তোমরা বসে নামাজ পড়বে আর ইমাম বসে নামাজ পড়লে তোমরা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে । এইটা হচ্ছে নামাজের ভিতরকার ইমামের আনুগত্য ও অনুসরণ, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা এবং নেতৃত্ব ও সাম্যতার মত ইত্যাদি গুণাবলী । এর অর্থ হল এই যে, নামাজ হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি, নামাজ হচ্ছে মুসলিম মানুষকে নেতার আনুগত্য ও অনুসরণ, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা এবং নেতৃত্ব ও সাম্যতার মত ইত্যাদি গুণাবলী শিক্ষা দেওয়ার ও শিক্ষা করার গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা ।

নামাজের প্রশিক্ষণ ব্যাবস্থার সূক্ষরূপঃ একজন মুসলিম মানুষের জন্য পবিত্রতা অর্জনের পর ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি নামাজ আদায় বা সম্পাদনের প্রথম স্তর বা সূচনা হচ্ছে বিনীতভাবে (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানো । যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ ---------------------
(قُوْمُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ – سورة الْبقرة - 238) অর্থঃ- তোমরা আল্লাহর জন্য বিনয়ের সাথে দাঁড়াও, সুরা আল- বাকারা, আয়াত নং-২৩৮।)। নামাজ আদায় বা সম্পাদনের বেলায় এইরূপ (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানো ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য হচ্ছে ফরজ ।নামাজ যেহেতু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মহান আদেশ সেহেতু নামাজ আদায় বা সম্পাদনের সময় সাময়িক সমস্যা বা ওজরের কারণে ফরজ হিসেবে পালনীয় (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানো ইমামের জন্য অসম্ভব হলে ইমাম বসে নামাজ আদায় বা সম্পাদন করবেন আর মুক্তাদী দাঁড়িয়ে আদায় বা সম্পাদন করবেন, বাহ্যিকভাবে এটাই নামাজ আদায় বা সম্পাদনের নিয়ম হওয়ার কথা । কারণ, ইমামের সাময়িক সমস্যা বা ওজরের সময়তো মুক্তাদীর সাময়িক সমস্যা বা ওজর ছিলনা । কিন্তু মুমিনের মর্যাদা মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট এত বেশী যে, তার সাময়িক সমস্যা বা ওজরের কারণে তারই সম্মাণার্থে নামাজের ভিতর ইমামের সাময়িক সমস্যা বা ওজরের কারণে ফরজ হিসেবে পালনীয় (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানোর মত আদেশখানাও মহান আল্লাহ তাআ'লা মুক্তাদীর জন্য স্থগিত করে দিলেন । সুবহানাল্লাহ । আমরা আমাদের নবী দুজাহানের বাদশা সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়া সত্বেও আমরা আমাদের সঠিক মর্যাদা ও সম্মাণ আমরা নিজেরা বুঝতে পারলাম না । মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট একজন সত্যিকারের পরহেজগার মুমিনের কতটুকু মর্যাদা ও সম্মাণ তা পবিত্র কুরআনের সুরা হুজুরাতের ১৩ নং- আয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ------------------------
" إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ – سورة الحجرات –(13)" অর্থঃ- "নিশ্চয় সে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মাণিত যে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক পরহেজগার", সুরা আল-হুজুরাত,আয়াত নং-১৩ । ইবাদতগত দিক দিয়ে দুআ'র চেয়ে যেমন কোন কিছুই মহান আল্লাহর নিকট অধিক সম্মাণিত নেই ঠিক তেমনিভাবে বস্তুগত দিক দিয়ে একজন মুমিনের চেয়ে কোন কিছুই মহান আল্লাহর নিকট অধিক সম্মাণিত নেই । যেমন পবিত্র হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ--
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ :قَالَ "لَيْسَ شَيْئٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ" (3370) – سنن الترمذي
অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামা বলেনঃ "দোআ' করার চেয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট অধিক সম্মাণিত এমন কিছু নেই"। সুনানুত তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৩৭০ ।

"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وَسَلَّمَ ـ "لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الْمُؤمِنِ في المعجم الاوسط للطبراني (6084+8356)"

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ "আল্লাহর নিকট মুমিনের চেয়ে কোন বস্তুই অধিক সম্মাণিত নেই" । আল- মু'জামুল আওসাত,হাদিস শরীফ নং-৮৩৫৬+৬০৮৪ ।

একজন মুমিন মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট অধিক সম্মাণিত হওয়ার কারনেই নামাজের ভিতর সে মহান আল্লাহ তাআ'লার সাথে নিভৃত আলাপ করার যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছে। যেমন পবিত্র হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ----------

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اِعْتَكَفَ رسول الله صلى الله عليه و سلم فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَاتَّخِذَ لَهُ فِيْهِ بَيْتٌ مِنْ سَعَفٍ قَالَ: فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ :إِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِي ربَّهُ، عَزَّ وَ جَلَّ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِيْ رَبَّهُ ـ مسند أحْمد (5447)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার রমজানের শেষ দশদিনে ই'তিকাফ করলে তাঁর জন্য খেজুর গাছের পাতা দিয়ে একটি ঘর তৈরী করা হল । তিনি (ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন : তিনি (রাসুলল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাঁর মাথা বের করে বললেন : নিশ্চয় মুসল্লি তার প্রভূ আয্যা ওয়া জাল্লার সাথে নিভৃত আলাপ করে, অতএব, সে চিন্তে-ভাবনা করে দেখুক সে তার প্রভূর সাথে নিভৃতে কি আলাপ করে, মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৫৪৪৭ ।

একজন সত্যিকারের মুমিন বান্দা মহান আল্লাহরতাআলার নিকট কত যে আপন তা নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফখানা অধ্যয়ন করলে পূর্ণভাবে জানতে পারবেন ও উপলব্ধি করতে পারবেন । যেমন পবিত্র হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ----------

عَن أبِي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:"
اِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَ لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ أَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ" مَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْئً اَحَبَّ اِلَّىَّ مِمَّا اِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ عَلَيْهَا "

(অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন : যে আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করল আমি(আল্লাহ) তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম, আমি বান্দার উপর যা ফরজ করেছি এর চেয়ে প্রিয় বস্তু দিয়ে বান্দা আমার নিকট সান্নিধ্য লাভ করে না। আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করে বা আপন হয় এমনকি এর ফলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার কর্ণ হয়ে যাই যে কর্ণ দিয়ে সে শুনে, তার চক্ষু হয়ে যাই যে চক্ষু দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাটে",।

বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৫০২।)
আল-মু'জামুলআওসাত, তাবারানীতে অনুরূপ আরো একটি হাদিস শরীফ রয়েছে তা দেওয়া হল ।

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رسول الله صلي الله عليه وسلم، قَالَ:إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ : مَنْ عَاهَانَ لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اِسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي، وَ مَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِيْ مِنْ عِبَادِي بِمِثْلِ أَدَاءِ فَرَائِضِي، وَ إِنَّ عَبْدِيْ لَيَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ عَيْنَيْهِ الَّتِيْ يَبْصُرُ بِهِمَا أُذُنَيْهِ الَّتِيْ يَسْمَعُ بِهِمَا وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَيْهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ عَلَيْهَا – (9352) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত,: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন : যে আমার বন্ধুকে অপমান করল তার সাথে আমার যুদ্ধ বৈধ হয়ে গেল, আমার ফরজ আদায় বা সম্পাদনের অনুরূপ দিয়ে বান্দা আমার নিকট সান্নিধ্য লাভ করে না। নিশ্চয় আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করে বা আপন হয় এমনকি এর ফলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার চক্ষু হয়ে যাই যে চক্ষু দিয়ে সে দেখে, তার কর্ণ হয়ে যাই যে কর্ণ দিয়ে সে শুনে, তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাটে",। আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৯৩৫২ ।

উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের বাণী ও হাদিস শরীফদ্বয়ের ভাষ্য থেকে আমরা জানতে পারলাম, মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট একজন সত্যিকারের পরহেজগার মুমিনের মর্যাদা ও সম্মাণ কতই না চমৎকার ও মহান[7]। মহান আল্লাহ তাআ'লা একজন মুমিনকে যথার্থই মর্যাদা ও সম্মাণ দিয়েছেন। আমরা

---

[7] >>(ক) উপরোক্ত শরীফদ্বয়ের ক্রমিক নং যথাক্রমে -৬৫০২, বুখারী শরীফ এবং ৯৩৫২, আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ থেকে একথাটি বুঝা গেল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার وَلِيُّ اللهِ (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধুর সাথে কেহ শত্রুতা করলে আল্লাহ তাআ'লা উক্ত শত্রুর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কতটুকু উচ্চস্তরে পৌঁছলে একজন মুসলিম মানুষকে وَلِيُّ اللهِ (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধু বলা হয় এবং উক্ত وَلِيُّ اللهِ (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধুর মর্যাদা ও ক্ষমতা কতটুকু তা আমরা নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা করব ইনশা আল্লাহ তাআ'লা।

(খ) উক্ত হাদিস শরীফদ্বয় থেকে এটা প্রমাণ হয় যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা যখন কোন মুসলিম বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাঁর তাজাল্লী বান্দার শ্রবন শক্তি, দর্শন শক্তি, ধারন শক্তি, চলন শক্তি হয়ে যায়।

(গ) উক্ত হাদিস শরীফদ্বয় থেকে এটাও বোধগম্য হয় যে, মুসলিম বান্দার জন্য দুই প্রকার "قُرْب"(কুর্ব) তথা নৈকট্য হাসিল হয়।

(১) "قُرْبُ الْفَرَائِض" (কুরবুল ফারায়িয) তথা ফরজ ইবাদত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য লাভ হয়।

(২) "قُرْبُ النَّوَافِلِ" (কুরবুল নাওয়াফিল) তথা নফল ইবাদত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য লাভ হয়।

উপরে বর্ণিত দুই প্রকার নৈকট্য লাভের দ্বারা একজন মুসলিম মানুষ কতদূর উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারে তা **নিম্নে** উল্লেখ করা হল।

"কুরবুল নাওয়াফিল" এর ফলাফলঃ "কুরবুল নাওয়াফিল" দ্বারা বাশারিয়্যাতের সিফাত তথা মানবীয় গুণাবলী দূর হয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার সিফাত তথা ঐশরিক গুণাবলী মুসলিম বান্দার উপর প্রকাশিত হয়ে থাকে।

আমাদের অজ্ঞতার কারণে নিজেদের মর্যাদা ও সম্মাণ বুঝতে ও উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েই পড়েছি। দেখুন, চিন্তা করুন এবং অনূধঅবন করুন! এই সম্মাণিত মুমিন মানুষটির সম্মাণার্থেই নামাজের ভিতর ইমামের সাময়িক সমস্যা বা ওজরের কারণে ফরজ হিসেবে পালনীয় (اَلْقِيَامْ) তথা দাঁড়ানোর মত আদেশখানাও মহান আল্লাহ তাআ'লা মুক্তাদীর জন্য স্থগিত করে দেন । সেইজন্যেই, নামাজের ভিতরকার ইমামের আনুগত্য ও অনূসরণ, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা এবং নেতৃত্ব ও সাম্যতার মত ইত্যাদি গুণাবলীর মাধ্যমে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর উম্মতকে নামাজের কার্যক্রমের ভিতর পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের দাম্ভিক ও অহংকারপূর্ণ কার্যক্রম উদাহরণ হিসেবে টেনে এনে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, নামাজের বাহিরে দাম্ভিক ও অহংকার বিবর্জিত ইসলামের সম্মাণিত ব্যাক্তি বর্গ, উচ্চস্তর জন দাঁড়ালেও তোমরা তার সম্মাণার্থে সৌজন্যমূলক দাঁড়াবে আর তাঁরা বসে পড়লে তোমরাও বসে পড়বে । কারণ, যেখানে নামাজের ভিতর একজন মুমিনকে এতই মর্যাদা ও সম্মাণ দেওয়া হয়েছে যে, ইমামের সাময়িক সমস্যা বা ওজরের কারণে ফরজ হিসেবে পালনীয়(اَلْقِيَامْ)তথা দাঁড়ানোর মত আদেশখানাও মহান আল্লাহ তাআ'লা মুক্তাদীর জন্য স্থগিত করে দিলেন । তা হলে নামাজের বাহিরে সেই একজন মুমিনের মর্যাদা ও সম্মাণ হ্রাস পাবে কেন ?

পূর্ববত বহাল থাকবেতো না, বরং বাড়বে ।

"اَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের মধ্যে কতিপয় উলামা একজন সত্যিকারের পরহেজগার মুমিনের পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মাণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় এক মুমিন আর এক মুমিনকে সম্মাণ প্রদর্শণার্থে (اَلْقِيَامْ) তথা দাঁড়ানোকে হারাম বলে থাকেন । "اَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট আলিম হিসেবে পরিচিত এই মুসলিম মানুষটি নিজের মর্যাদা সম্পর্কেই অজ্ঞ । অন্য মুসলিমের মর্যাদা ও সম্মাণ কিরূপে বুঝবে, কিরূপেই বা উপলব্দি করতে সক্ষম হবে ?

নিজ মর্যাদা ও সম্মাণ সম্পর্কেই তো সে অবগত নহে । বাস্তবে এই ব্যাক্তিটি আলিমই নয় ।

তখন সে তার সমস্ত শরীর দ্বারা দূর হতে দেখতে ও শুনতে পায় এবং তার দেখার ও শুনার কাজ শুধু চোখ ও কানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। একে মহান আল্লাহ তাআ'লার সিফাত তথা ঐশরিক গুণে ফানা তথা বিলীন হওয়া বলে। এটা নফল ইবাদতের ফল।

"কুরবুল ফারায়িয" এর ফলাফলঃ "কুরবুল ফারায়ি" দ্বারা মুসলিম মানুষ বা বান্দা সম্পূর্ণ ফানা ফিল্লাহ তথা আল্লাহ তাআ'লাতে বিলীন হয়ে যায়। তখন তার সমস্ত অস্তিত্বের লোপ পায়। এমনকি তার নিজের অস্তিত্বের অনূভূতিও থাকে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছুই আর তার গোচরীভূত হয় না। একে ফানা ফিল্লাহ তথা আল্লাহ তাআ'লাতে বিলীন হওয়া বলা হয় এবং এটা ফরজইবাদতের ফল।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে আরো জানতে পারলাম যে, সাধারণ মুসলিম বান্দার বেলায় যেহেতু এ স্তর হাসিল হয় তা হলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বেলায় কতটুকু উচ্চস্তর হাসিল হয়েছে তা আপনি ভাল করে গভীরভাবে অনুধাবন করে দেখুন। এই কুরবুল ফারায়িয ও কুরবুল নাওয়াফিল তখনই লাভ হয়ে থাকে যখন ফরজ ইবাদত ঠিকমত আদায় করে সুন্নত ও নফল আদায় করা হয়। উপরোক্ত বিবরণ হতে পাঠকবর্গ এ কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, যখন কোন মুসলিম বান্দা "কুরবুল ফারায়িয" ও "কুরবুল নাওয়াফিল" দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লার এরূপ নৈকট্য লাভ করে যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার তাজাল্লী তার শ্রবন শক্তি, দর্শন শক্তি, ধারন শক্তি ও চলন শক্তি হয়ে যায় তখন তার জ্ঞান লাভের পথে স্থান, কাল ইত্যাদির দূরত্ব কোন প্রকার অন্তরায় হতে পারে না।

অথচ, এক মুমিন আর এক মুমিনকে সম্মাণ প্রদর্শণার্থে (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানোর আদেশ দিয়ে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন :-------- **عَنْ جَرِيْرٍ،قَالَ: لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَتَيْتُهُ لأُبَايِعُهُ ،فَقَالَ : "لِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ يَا جَرِيْرُ؟" قُلْتُ : جِئْتُ لِأُسْلِمَ عَلَى يَدَيْكَ، قَالَ : "فَدَعَانِيْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ، وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ و شَرِّهِ "، قَالَ : فَأَلْقَى إِلَيَّ كِسَائَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ : "إِذَا جَاءَكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ " – (2217) في المعجم الكبير للطبرانيئ**

অর্থঃ-হযরত জারির(রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণত, তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে (নবী-রাসুল হিসেবে)প্রেরণ করা হলে আমি তাঁর নিকট বাইআ'ত হতে আসলে তিনি বলেন :" হে জারির, কিসের জন্যে তুমি আসলে ? " আমি বললাম: আমি আপনার হাতে ইসলাম গ্রহন করতে এসেছি, তিনি জারির(রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: "তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) আমাকে "আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই আর নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসুল" সাক্ষ্য দিতে, ফরজ নামাজ কায়িম করতে, ফরজ যাকাত দিতে এবং ভাগ্যলিপির ভাল-মন্দ বিশ্বাস করতে আহবান জানালেন, তিনি জারির(রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: অতপর, তিনি আমার দিকে কাপড় নিক্ষেপ করেন । তারপর, তিনি তাঁর সাহাবীদের দিকে সম্মুখীন হয়ে বললেন : "যখন তোমাদের নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মাণিত ব্যাক্তি আসলে তোমরা তাকে সম্মাণ করো"। আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২১৭।

উপরোল্লিখিত হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এক মুমিন আর এক মুমিনকে সম্মাণ প্রদর্শনের যেই আদেশ দিয়েছেন তা কিভাবে দেখানো হবে ?

তার জন্য কি তখন খাবার হাতে নিয়ে বসে বসে অপেক্ষায় থাকতে হবে?

নাকি তার জন্য ফুলের তোড়া ইত্যাদি নিয়ে টেবিল সাজিয়ে রেখে চেয়ারে বসে বসে তার সম্মাণ প্রদর্শন করবেন?

বিষয়টি আসলে তা নহে, হাদিস শরীফে যেই সম্মাণ প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে তা সম্মাণিত ব্যাক্তির শুভগমনের পরমূহুর্তেই বা কোন মজলিসে উপস্থিত হওয়ার প্রারম্ভেই শুধু (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানোর মাধ্যমেই অথবা ফুলের তোড়া নিয়ে টেবিল সাজিয়ে রেখে চেয়ারে বসে না থেকে বরং ফুলের তোড়া ইত্যাদি নিয়ে(أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানোর মাধ্যমে স্বাগত জানিয়েই সম্মাণ প্রদর্শন করতে হবে । উপরোক্ত আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফের ২২১৭ নং হাদিস শরীফখানার ব্যাখ্যাসরূপ আরো একটু বিস্তৃতভাবে সাহীহ আল-মুসতাদরাকুল হাকিমে একখানা হাদিস শরীফ এসেছে নিম্নে তা উল্লেখ করা হল ।হাদিস শরীফখানা এই---------- **عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى رسول الله صلي الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ أَصْحَابُهُ، وَضَنَّ كُلُّ رَجُلٍ بِمَجْلِسِهِ ، فَأَخَذَ رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِ، فَنَلَقَّاهُ بِنَحْرِهِ وَوَجْهِهِ، فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ وَقَالَ: أَكْرَمَكَ اللهُ كَمَا أَكْرَمْتَنِيْ ، ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِ رسول الله صلي الله عليه وسلم، فَقَالَ رسولُ الله صلي الله عليه وسلم: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا أَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَلْيُكْرِمْهُ"، – المستدرك الحاكم – (7954)**

অর্থঃ- হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলে: জারির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট তাঁর সাহাবীগণ

তাঁর নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় আসলেন বা প্রবেশ করলেন । এমতাবস্থায় প্রত্যেকটি লোক তার নিজস্ব জায়গায় অনড় রয়ে গেল(অবিচল রয়ে গেল, নিজ জায়গা থেকে উঠে তাকে বসার জায়গা দেয়নি) তখন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা (তার সম্মাণার্থে বসার জন্য) নিজের চাদরখানা নিয়ে তার দিকে(জারির বিন আব্দুল্লাহর দিকে) নিক্ষেপ করলে তিনি(চাদর মোবারকে না বসে) তা তার বুকে,মুখে গ্রহন করে তা চুম্বন করলেন এবং তার দুচোখে লাগায়ে বললেন: আল্লাহ আপনাকে সম্মাণ করুন যেমন আপনি আমাকে সম্মাণ করেছেন । তারপর তিনি চাদরটি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পিঠ মোবারকে রাখলেন(জড়িয়ে দিলেন)। অতপর, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন : "যে আল্লাহ ও আখিরাত বিশ্বাস করে যখন তার নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মাণিত লোক আসে সে যেন তাকে সম্মাণ করে"। মুসতাদরাকুল হাকিম, হাদিস শরীফ নং-৭৯৫৪ । উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, যখন আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সাহাবীদেরকে দেখলেন জারির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) মজলিসে আসার পরও সাহাবীগণ তাদের নিজ নিজ জায়গায় অবিচল থেকে গেল,তাকে বসার জায়গা দেওয়ার জন্য তার সম্মাণার্থে কেউ নিজেদের অবস্থান ছেড়ে উঠলনা, একটু নড়াচড়াও করলনা, তাঁদের এই অনড় অবস্থা দেখে বললেন: "যে আল্লাহ ও আখিরাত বিশ্বাস করে যখন তার নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মাণিত লোক আসে সে যেন তাকে সম্মাণ করে"। সাহাবীগণ নিজেদের অসর্কতার কারনেই হউক আর ভুলের কারণেই হউক জারির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহু আনহু)কে যথাযথ সম্মাণ দেখাতে না পাড়ায় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা স্বয়ং জারির বিন আব্দুল্লাহর (রাদিআল্লাহু আনহুর) সম্মাণার্থে তাকে বসার জন্য নিজের চাদর মোবারক তার দিকে নিক্ষেপ করে সম্মাণ প্রদর্শন করে বললেন: "যে আল্লাহ ও আখিরাত বিশ্বাস করে যখন তার নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মাণিত লোক আসে সে যেন তাকে সম্মাণ করে"।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ থেকে দুটি শিক্ষা পেলাম (প্রথম শিক্ষা) সম্মাণ প্রদর্শন করাঃ সম্মাণিত ব্যাক্তিকে তার উপযুক্ত সম্মাণ প্রদর্শন করা ঈমানের সাথে সম্পর্কিত বিষয় এবং তা আল্লাহ ও আখিরাত বিশ্বাসী প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির উপর ওয়িাজিব । আর সেটা হবে (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানোর মাধ্যমেই । অন্যকে সম্মাণ প্রদর্শন করতে হবে(أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানোর মাধ্যমেই আর নিজে কখনো অন্যের থেকে أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানোর আকাঙ্খা করতে পারবে না ।
অন্যকে(أَلْقِيَامُ)তথা দাঁড়ানোর মাধ্যমে সম্মাণ প্রদর্শন করা ইসলামি শরীয়তে জায়িয এবং কেউ নিজে অন্যের থেকে(أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানোর আকাঙ্খা করা ইসলামি শরীয়তে হারাম। সম্মাণিত ব্যাক্তির জন্য কেউ দাঁড়ালে সম্মাণিত ব্যাক্তি তাকে নম্রতা ও ভদ্রতাস্বরুপ বলতে হবে "বসে পড়ুন" । এইটাই আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতকে হাদিস শরীফের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন । মহান আল্লাহ সকলের প্রতি দয়া করুন । আমীন!

সম্মাণ প্রদর্শনের বিষয়টি সম্পর্কে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট মুসলিমগণের কতিপয় উলামা বাস্তবে একেবারেই অজ্ঞ । তারা জানেনা যে, এইরূপ (أَلْقِيَامُ) তথা দাঁড়ানো ইসলামি শরীয়তে জায়িয । তাই, এমতাবস্থায় দাম্ভিকতা ও অহংকার বিবর্জিত ইসলামের সম্মাণিত ব্যাক্তি বর্গ, উচ্চস্তর জন দাঁড়ালে অন্যরা বসে থাকবে , এটা বেয়াদবী তথা শিষ্টারচারিতা বহির্ভূত আচরণ । আর দাম্ভিকতা ও অহংকার

বিবর্জিত ইসলামের সম্মাণিত ব্যাক্তি বর্গ, উচ্চস্তর জন বসে থাকলে অন্যরা দাঁড়ায়ে থাকবে, এটা নিয়মানুবর্তিতা বহির্ভূত, বিশৃঙ্খল আচরণ । ইসলামি শরীয়তে এইরূপ আচরণ গর্হিত এবং অকল্যাণকর ও অসৌজন্যমূলক যা আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উপরে বর্ণিত নামাজের ভিতরকার কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন । তা ছাড়া, হাদিস শরীফে আরো আছে-------- ----------

(ক) হযরত আবু সাঈদ (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: কোন এক ঘটনায় বনু কুরাইজা হযরত সা'দ রাদিআল্লাহুর বিচার মানতে সম্মত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁকে ডেকে আনার জন্য বলেন । এমতাবস্থায় হযরত সা'দ রাদিআল্লাহু আনহু গাধায় চড়ে আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সাহাবীদের বললেন : **" قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ "** (তোমরা তোমাদের নেতার পার্শ্বে দাঁড়াও অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নেতাকে (স্বাগত জানিয়ে) নিয়ে আস, সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-৫২১৫ +হযরত শুবা (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন: হযরত সা'দ রাদিআল্লাহু মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আনসারদেরকে বললেন : **" قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ "** (তোমরা তোমাদের নেতার পার্শ্বে দাঁড়াও অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নেতাকে (স্বাগত জানিয়ে) নিয়ে আস, সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-৫২১৬ ।

(খ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এবং ফাতিমা রাদিআল্লাহ আনহার মধ্যকার বিশেষ আদর-সোহাগের সৌজন্য আচরণ এই ছিল যে,---------- --

(فَاطِمَةُ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وقَبَّلَهَاوَأَجْلَسَهَا فِى مَجْلِسِهِ وَ كَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِى مَجْلِسِهَا)

ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট গেলে তিনি ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াতেন,তাঁর হাত ধরে তাঁকে চুমু দিতেন ঠিক তেমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাও ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহার নিকট গেলে ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াতেন,তাঁর হাত ধরে তাঁকে চুমু দিতেন । সুনানুত তিরমিজি, হাদিস শরীফ নং-৫২১৭ ।

কিন্তু সম্মাণিত ব্যাক্তি বর্গ, উচ্চস্তর জন বসে পড়লেও তোমরা বসবে না, এইরূপ (**أَلْقِيَامُ**) তথা দাঁড়ানো ইসলামি শরীয়তে হারাম । কারণ, এইরূপ (**أَلْقِيَامُ**) তথা দাঁড়ানো পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের জন্য প্রজাদের (**أَلْقِيَامُ**) তথা দাঁড়ানো সদৃশ হয়ে যায় ।

(দ্বিতীয় শিক্ষা) আদব তথা শিষ্টাচারিতাঃ আদব তথা শিষ্টাচারিতার বিষয়টি আইনের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ভক্তি-শ্রদ্ধা,মনের আন্তরিক অনুভুতি ও আবেগ তাড়িত বিষয় । এই আদব তথা শিষ্টাচারিতা " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **السُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল " **الْجَمَاعَةُ**"(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলবদ্ধ সভ্যজনের অন্তর-হৃদয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে (আপনা-আপনি) তৈরী হয়ে যায় । কিন্তু " **أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**"(আরযালুল কুরুনি) তথা "সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত অসভ্যজনদের মধ্যে এই আদব তথা শিষ্টাচারিতা

অন্তর-হৃদয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে (আপনা-আপনি) তৈরী হয় না । বরং "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত অসভ্যজনকে আইনের মাধ্যমে আদব তথা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয় এই জন্য যে, তাদের অন্তরে মুনাফিকি তথা কপটতা থাকায় তারা সব সময় এবং সব বিষয়েই আইন তালাশ করে আর সভ্যজনের অন্তর-হৃদয়ে আদব তথা শিষ্টাচারিতা স্বতঃস্ফুর্তভাবে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে (আপনা-আপনি) তৈরী হয়ে যায় বিধায় তাদের আইনের প্রয়োজন হয় না । এইটা তাদের সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত । যেমনটি দেখলেন জারির বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহুর আচরণের মধ্যে । আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁকে বসার জন্য নিজের চাদর মোবারক দিলে জারির বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু উক্ত চাদরে না বসে বরং দাঁড়ানো অবস্থায়ই তিনি উক্ত চাদর মোবারক ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে হাতে নিয়ে তার বক্ষে লাগালেন, চোখে-মুখে লাগিয়ে চুমু খেলেন । তখনো তিনি প্রকাশ্যে ঈমানের ঘোষণা দেননি । মনের ভিতর ঈমান আনার বাসনায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট সবেমাত্র এসেছেন । কাফির অবস্থায়ই তার মধ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধাজনিত আদব তথা শিষ্টাচারিতা ছিল । আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা জারির বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহুর উক্ত আদব তথা শিষ্টাচারিতার মৌনসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন বিধায় তা মুসলিম মানুষের জন্য বৈধ হয়ে গেল । **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "** (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)ই অন্তর্ভুক্ত কিন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল " **اَلْجَمَاعَةُ**" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা **" أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলবদ্ধ কতিপয় সভ্য সাধারণ মুসলিম ও কতিপয় সভ্য মুসলিম উলামা ব্যাতীত "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিমগণ অথবা অধিকাংশ সর্বনিকৃষ্ট উলামাই অসভ্য বিধায় তাদের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধাজনিত আদব তথা শিষ্টাচারিতা না থাকায় তাদেরকে আইনের মাধ্যমে আদব তথা শিষ্টাচারিতা শিক্ষা নিতে হবে । কারণ, এদের আচরণ ও মনের মধ্যে একজন কাফির মানুষের মধে থাকা আদব তথা শিষ্টাচারিতার সমপরিমাণও আদব তথা শিষ্টাচারিতা নেই । যেমনটি আমরা দেখেছি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট আসা মুসলমান হওয়ার জন্য আসা আরো কয়েকজন ইয়াহুদির মধ্যে । যেমন- পদচুম্বন করার দেশাচার পরিভাষায় "কদমবুছি করার" বিষয় সম্পর্কে ইবনু মাজাহ শরীফে একটি হাদিস শরীফ এসেছে, হাদিস শরীফখানার ভাষ্য হচ্ছে ----- **عَنْ صَفْوَانِ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْيَهُوْدِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ وَرِجْلَيْهِ ـ سنن ابْنِ مَاجَه (3705)**

অর্থঃ-হযরত সফওয়ান বিন আসসাল থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় ইয়াহুদিদের একটি সম্প্রদায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাত ও পা চুম্বন করেছে, সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৭০৫ ।

তিরমিজি শরীফে দুইজন ইয়াহুদি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পা মোবারক চুম্বন করেছেন মর্মে উত্তম বিশুদ্ধ হাদিস শরীফ (হাদিসুন হাসানুন) রয়েছে, হাদিস

শরীফখানার আংশিক ভাষ্য হচ্ছে –--------------------------------------

عَنْ صَفْوَانِ بْنِ عَسَّال قَالَ قَالَ يَهُوْدِيٌّ لِصَاحِبِهِ ، " اِذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ ،فَقَالَ صَاحِبُهُ لاَ تَقُلْ نَبِيٌّ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ ، فَأَتَيَا رَسولَ الله صلي الله عليه وسلم فَسَأَلاَهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ------- قَالَ : فَقَبَّلُوا يَدَهُ وَ رِجْلَهُ فَقَالاَ نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ " سنن الترمذي –(2733)

অর্থঃ–হযরত সফওয়ান বিন আসসাল(রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ একজন ইয়াহুদি তার সাথীকে বলল, তুমি আমাদেরকে এই নবীর নিকট নিয়ে যাও, তার সাথী বলল, নবী বলো না-------নিশ্চয় যদি সে শুনে তা হলে (জেনে রাখ) তাঁর চার কান আছে । অতপর, তারা উভয়েই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে নয়টি স্পষ্ট প্রশ্ন করল,---- তিনি(হযরত সফওয়ান বিন আসসাল)বললেন, তারা তাঁর হাত ও পা চুম্বন করল । অতপর তারা উভয়েই বলল, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই আপনি নবী, সুনানু তিরমিজি,হাদিস শরীফ নং-২৭৩৩।অপর একটি হাদিস শরীফে আবু দাউদ শরীফে যারি' (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) এর কথা উদ্ধৃত আছে যেমন বলা হয়েছেঃ

"فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ "(أبُو دَاوُود (5225–

অর্থঃ–"আমরা তাড়াতাড়ি বাহন থেকে নেমে এসে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাতও পা মোবারক চুম্বন করতে লাগলাম" । আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫২২৫ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোর কেনটিতে এইরূপ বুঝা যায় যে, কেউ কেউ ইসলাম গ্রহনের পূর্বেই এবং, কেউ কেউ ইসলাম গ্রহনের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাত ও পা চুম্বন করেছেন । এতে প্রমাণিত হল যে, পদচুম্বন করা দেশাচার পরিভাষায় "কদমবুছি করা ইসলামি শরীয়তে বৈধ কর্ম । যারা কাফির অবস্থায় এইরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধাজনিত আদব তথা শিষ্টাচারিতা প্রদর্শন করতে পারেন, তা হলে "**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ** " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিমগণ অথবা অধিকাংশ সর্বনিকৃষ্ট উলামাগণ কেন একজন কাফির মানুষের মধে থাকা আদব তথা শিষ্টাচারিতার সমপরিমাণ আদব তথা শিষ্টাচারিতা দেখাতে ব্যর্থ বা দেখাতে পারেন না?

এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, এদের অন্তরে মুনাফিকি তথা কপটতা রয়েছে । এইসব মুনাফিক তথা কপট মুসলিমের চিহ্ন সহজেই বুঝা যায় যে, তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নাম শুনা মাত্র বার বার তাৎক্ষণিক দরূদ পড়বেনা, দুই একবার বলে ক্লান্ত হয়ে পড়বে । মহান আলাহ তাআ'লাই ভাল জানেন ।

তৃতীয় অবস্থায় সালাম প্রদানের ধরণ – "**السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ**" অর্থঃ- "ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনার উপর সালাম", "**السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ**" অর্থঃ- "ইয়া হাবিবাল্লাহি, আপনার উপর সালাম", "**السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ**" "ইয়া নাবীআল্লাহি, আপনার উপর সালাম" ইত্যাদি শব্দ বা বাক্য যোগে সালাম দেওয়া ।

এমতাবস্থায় আমাদেরকে সর্ব প্রথমে নিম্নে উল্লেখিত হাদিস শরীফে বর্ণিত নিয়ম অনূসরণ করা একান্ত প্রয়োজন । হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই ----------------------------------

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال:قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اَلسُّنَّةُ سُنَّتَانِ : سُنَّةٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ ،وَ سُنَّةٌ فِيْ غَيْرِ فَرِيْضَةٍ ،اَلسُّنَّةُ الَّتِي فِي الْفَرِيْضَةِ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا هُدًى ، وَتَرْكُهَا ضَلاَلَةٌ ، اَلسُّنَّةُ الَّتِي لَيْسَ أَصْلُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، أَخْذُهَا فَضِيْلَةٌ ، وَتَرْكُهَا لَيْسَ بِخَطِيْئَةٍ . " (785)) في المعجم الكبير للطبراني(الجزء الحادى عشر)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায় (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : **"سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম দুই প্রকার : ফরজ বিষয়ে **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম এবং গায়রে ফরজ বা ফরজবিহীন বিষয়ে **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম । ফরজ বিষয়ে **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়মের أُصُوْلٌ বা মূলনীতি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে আছে । এ **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম গ্রহণ করা হচ্ছে **"هُدًي "** হিদায়াত তথা সৎপথ প্রাপ্তি, আর এ **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম ত্যাগ করা হচ্ছে **"ضَلاَلَةٌ"** তথা পথভ্রষ্টতা। যেই **سُنَّةٌ** যে (সুন্নাহ) তথা নিয়মের أُصُوْلٌ বা মূলনীতি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে নেই সেই**سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম গ্রহণ করা হচ্ছে মর্যদা বা গুণসম্পন্ন বিষয় আর সেই**سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম ত্যাগ করাতে বা ছেড়ে দেয়াতে কোন পাপ নেই" ।আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী, ১১তম খন্ড,হাদিস শরীফ নং-৭৮৫। উপরোল্লিত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে একথা প্রমাণিত হল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত ধর্মীয় আদেশ-নিষেধগুলো (ফরজ-হারামগুলো) বাস্তবায়নের জন্য যেই (সুন্নাহ) তথা নিয়মের أُصُوْلٌ বা মূলনীতি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে বর্ণিত আছে সেই**سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়মই অনুসরণ করতে হবে । এ **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম গ্রহণ করা হচ্ছে **"هُدًي "** হিদায়াত তথা সৎপথ প্রাপ্তি, আর এ **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম ত্যাগ করা হচ্ছে **"ضَلاَلَةٌ"** তথা পথভ্রষ্টতা । আর যেই **سُنَّةٌ** যে (সুন্নাহ) তথা নিয়মের أُصُوْلٌ বা মূলনীতি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে নেই সেই **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম ত্যাগ না করে গ্রহণ করাও হচ্ছে মর্যদা বা গুণসম্পন্ন বিষয় বা উত্তম বিষয় । তবে এরূপ সেই **سُنَّةٌ** (সুন্নাহ) তথা নিয়ম ত্যাগ করাতে বা ছেড়ে দেয়াতে কোন পাপ নেই" । উপরে উল্লেখিত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদপ্রাপ্ত **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة "** (থাইরুলকুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের **الْإِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়মগুলো **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** তথা উত্তম নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্বেও পবিত্র কুরআনে এগুলোর মূলনীতি না থাকায় **الْإِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়মগুলো **سُنَّةٌ حَسَنَةٌ** তথা উত্তম নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উক্ত **اَلسُّنَّةُ** (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম গ্রহন করা খুবই ফজিলত বা মর্যদা ও গুণসম্পন্ন বিষয় এবং কল্যাণকর বিষয় । তবে এইরূপ سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়মের أُصُوْلٌ বা মূলনীতি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে না থাকায় তা ত্যাগ করাতে কোন পাপ নেই । আলিম বা জ্ঞানীমাত্রেই ফজিলত বা মর্যদা ও গুণসম্পন্ন এরূপ سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম ত্যাগ করা উচিৎ নয় ।

অতএব, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদপ্রাপ্ত **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة "** (থাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের পূর্ণ সমর্থনকারী ও অনুসারী **" الْجَمَاعَةُ "**(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ কোন আলিম বা জ্ঞানী ব্যাক্তি মাত্রেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদপ্রাপ্ত **" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة "** (থাইরুল কুরুনিছছালাছাহ)

তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর” অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে’- তাবেঈনগণের اَلْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম ত্যাগ করতে পারেন না ।

কিন্তু "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনি) তথা “সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর ” (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও নিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদপ্রাপ্ত " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর ”অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে’- তাবেঈনগণের اَلْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম ত্যাগ করতে পারেন । এরা যে শুধু উপরে বর্ণিত আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রদত্ত প্রবর্তিত سُنَّةٌ (সুন্নাহ) তথা নিয়ম বিরোধী তা নহে । বরং এরা হচ্ছে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রদত্ত জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদপ্রাপ্ত " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা “ সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর ” অন্তর্ভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাতী সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে’- তাবেঈনগণের তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত , اَلْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ اَلسُّنَّةُ (আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদেরও বিরোধী সর্বনিকৃষ্ট সাধারণ মুসলিম ও সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম উলামা ।

আদব তথা শিষ্টাচারিতা ও সৌজন্যতা বজায় রেখে কোন মুমিন-মুসলিম আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে তার সরাসরি জাগ্রতাবস্থায় সাক্ষাৎ হবে । যেমন আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ----------

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم يَقُوْلُ :" مَنْ رَآنِي فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِيْ فِى الْيَقْظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي "الْبُخَارِي (2993) :

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায় (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বলতে শুনেছি: যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে অতি সত্বর আমাকে জাগ্রতাবস্থায় দেখবে। শয়তান আমার রূপ ধরতে পারে না । বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৯৯৩।

عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الخَثْعَمِيّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم،قَالَ :" مَنْ رَآنِي فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِيْ فِى الْيَقْظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي "(16015) في المعجم الكبير للطبرانيئ

অর্থঃ- হযরত মালিক বিন আব্দুল্লাহ খাছআমি (রাদিআল্লাহু আনহু) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে অতি সত্বর আমাকে জাগ্রতাবস্থায় দেখবে। শয়তান আমার রূপ ধরতে পারে না । আর-মু’জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬০১৫। মহান আল্লাহ তাআ’লাই তাফিকদাতা ।